স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় জননিরাপত্তা বিভাগের অধীনে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসি এফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ	০৫	০৫	-	-	০২	০২	১৬.২১% - ৬০%	২	১১.৪৩% - ৫০%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ৫টি

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ:

(ক) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় না। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়;
(খ) বৈদেশিক যাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ম্যাচিং ফান্ডের অভাব;
(গ) অনুমোদিত ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম করতে না পারায় দ্রব্যমূল্যের বাজার দর বৃদ্ধি;
(ঘ) প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নকালে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন ঝুকি নির্ধারণ না করা;
(ঙ)প্রকল্প গ্রহণের সময় সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা না করে এবং ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয় ফলে পরবর্তীতে কাজের পরিধি বেড়ে যায়, ফলশ্রুতিতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়;
(চ) বার বার মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্য দাম বেড়ে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দরপত্রের রেট শিডিউল পরিবর্তন হয়ে যায়, ফলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায়;
(ছ) জটিল ও ব্যতিক্রমধর্মী কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় টার্ণকী ঠিকাদারের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা বেড়ে যায় এবং চুক্তি স্বাক্ষরের সময় সকল শর্তাবলী সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা হয়না বিধায় টার্ণকী ঠিকাদার বিভিন্ন সময় বাড়তি বিল দাবী করার সুযোগ পায়।

প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

(ক) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় না। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়;
(খ) বৈদেশিক যাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ম্যাচিং ফান্ডের অভাব;
(গ) অনুমোদিত ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম করতে না পারায় দ্রব্যমূল্যের বাজার দর বৃদ্ধি;
(ঘ) প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নকালে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন ঝুকি নির্ধারণ না করা;
(ঙ) মূল ডিপিপি অনুমোদনের তারিখের পরেও টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি,টেন্ডার আহবান, মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদানে অনেক বিলম্ব হয়। ফলে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এক বছর থেকে দুই বছর বিলম্ব হয়ে যায়;
(চ) সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যকর করতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়;
(ছ) সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের দরপত্র মূল্যায়নের সময় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কনকারেন্স পেতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়;

(জ) ভূমি অধিগ্রহণজনিত জটিলতার কারণে বেশির ভাগ প্রকল্পের যথেষ্ট সময়ক্ষেপণ হয়;
(ঝ) প্রকল্প দপ্তরের অদক্ষতার কারণে এবং দূরদর্শিতার অভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্ব হয়।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৩.১ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় না।	৩.১অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা প্রয়োজন;
৩.২ ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম করতে না পারা;	৩.২কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন;
৩.৩ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যাধিক বিলম্ব	৩.৩ প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন;
৩.৪ কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত	৩.৪.১ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষৎতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন। ৩.৪.২ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ বিশেষ করে নিম্নমানের পূর্ত কাজের জন্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্যক।
৩.৫ সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত	৩.৫ সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৩.৬ প্রকল্পের যানবাহন সংক্রান্ত	৩.৬ বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আব্যশ্যক।
৩.৭ প্রকল্পের পরিচালক সংক্রান্ত	৩.৭.১ প্রকল্প সুষ্ঠ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন আছে। ৩.৭.২ বিভিন্ন সংস্থার আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও ভবিষৎতে প্রকল্পের জন্য সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ণকালীন ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি উদ্যোদী বিভাগ হতে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
৩.৮ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	৩.৮ যথাযথভাবে মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা না করে অপরিকল্পিতভাবে প্রকল্প গ্রহণের কারণে কখনো প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে বাস্তবসম্মত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা প্রয়োজন।
৩.৯ ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব	৩.৯ প্রকল্প অনুমোদনের শুরু থেকেই ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা বাঞ্চনীয়।
৩.১০ পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব	৩.১০ প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সীমান্ত নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ **প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: জুন, ২০২০)

১.	**প্রকল্পের নাম**	:	আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সীমান্ত নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ
২.	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় /জননিরাপত্তা বিভাগ।
৩.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
৪.	**প্রকল্পের ধরণ**	:	বিনিয়োগ প্রকল্প
৫.	**অর্থায়নের উৎস**	:	জিওবি
৬.	**উন্নয়ন সহযোগী**	:	প্রযোজ্য নয়।

৭. **প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:**

(লক্ষ টাকা)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়		অনুমোদনের তারিখ	বাস্তবায়ন কাল	পরিবর্তন	
	মোট	জিওবি			ব্যয়	মেয়াদ
মূল	২৮৪২.০০	২৮৪২.০০	০২-১০-২০১৬	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮		
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম)	২৮৪২.০০	২৮৪২.০০	১৬-০৪-২০১৮	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯		
সংশোধিত (১ম)	২৮৪২.০০	২৮৪২.০০	৩১-০৫-২০১৮	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	৫০%	১৬.২১%
সংশোধিত (২য়)	৩৩৯২.০০	৩৩৯২.০০	০১-০৬-২০১৯	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০		

৮. **প্রকল্প এলাকা:**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/পৌরসভা
০৭টি	৩৩টি	৫৩টি

৯. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

ক। নব সৃজিত রিজিয়ন, সেক্টর ও বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়নসমূহের অপারেশন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

খ। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার মাধ্যমে সীমান্ত নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ।

গ। সীমান্তবর্তী বিজিবি'র স্থাপনাসমূহে লজিস্টিকস সাপোর্ট প্রদান করা।

১০. **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ:**

ক। গাড়ী, মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল ক্রয়;

খ। অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়;

গ। জেনারেটর ক্রয়;

ঘ। ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন;

ঙ। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ক্রয়।

১১. **অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও প্রকৃত ব্যয়:**

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	প্রকৃত ব্যয়
২০১৬-২০১৭	৯৩৯.৩৬	৯৩৯.৩৬	৯৩৯.৩৬	৯৩৯.৩৬
২০১৭-২০১৮	৩৩৯.০০	৩৩৯.০০	৩৩৯.০০	৩০০.৮০
২০১৮-২০১৯	৫০২.০০	৫০২.০০	৫০২.০০	৫০১.৬২

অর্থ বছর	ডিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	প্রকৃত ব্যয়
২০১৯-২০২০	১৬১১.৬৪	১৬১১.৬৪	১৬১১.৬৪	১৫৯৮.৪৭
			সর্বমোট	৩৩৪০.২৫

প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য:

১২. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি: (লক্ষ টাকা)

ক্র:নং	অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত খরচ		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
(ক) রাজস্ব:							
		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	
			জিওবি	মোট		জিওবি	মোট
১।	পিওএল	৩৩১.৮০	-	৩৩১.৮০	৩৩১.৩৫	-	৩৩১.৩৫
২।	স্টেশনারী	১০.১৪	-	১০.১৪	৯.৯৭	-	৯.৯৭
৩।	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৬.৭০	-	৬.৭০	৫.৭৭	-	৫.৭৭
৪।	সম্মানী	১১.৫০	-	১১.৫০	১১.৪২	-	১১.৪২
৫।	যানবাহন রেজিস্ট্রেশন	৬২.০০	-	৬২.০০	৫৬.২০	-	৫৬.২০
৬।	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	২০.০০	-	২০.০০	১৯.৯৯	-	১৯.৯৯
৭।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪২.০০	-	৪২.০০	৪১.৯৯	-	৪১.৯৯
	উপমোট (রাজস্ব)	৪৮৪.১৪	-	৪৮৪.১৪	৪৭৬.৬৯	-	-
(খ) মূলধন:							
১।	কম্পিউটার ও সরঞ্জাম	১.৯৮	-	১.৯৮	১.৯৮	-	১.৯৮
২।	কম্পিউটার প্রিন্টার	০.৫৯	-	০.৫৯	০.৫৯	-	০.৫৯
৩।	ফটোকপিয়ার মেশিন	১.৩৮	-	১.৩৮	১.৩৮	-	১.৩৮
৪।	অফিস ফার্নিচার	৫.০০	-	৫.০০	৫.০০	-	৫.০০
৫।	ট্রেনিং ইক্যুইপমেন্ট এন্ড ম্যাটেরিয়াল	৭.০০	-	৭.০০	৬.৯৯	-	৬.৯৯
৬।	রায়ট কন্ট্রোল গিয়ার	১৭.৯৪	-	১৭.৯৪	১৭.৯২	-	১৭.৯২
৭।	লাইফ জ্যাকেট	৫.৮৮	-	৫.৮৮	৫.৮৮	-	৫.৮৮
৮।	মব কন্ট্রোল সাউন্ড ইফেক্ট (হুটার ও মেগাফোন)	১৫.৮৯	-	১৫.৮৯	১৫.৮৯	-	১৫.৮৯
৯।	ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা সার্ভেল্যান্স সিস্টেম	৪৭.৫০	-	৪৭.৫০	৪৭.৫০	-	৪৭.৫০
১০।	জেনারেটর	৬৯৯.২০	-	৬৯৯.২০	৬৯৯.২০	-	৬৯৯.২০
১১।	বাই সাইকেল	৩৬.৯০	-	৩৬.৯০	৩০.৩২	-	৩০.৩২
১২।	মোটর সাইকেল	৬০২.০০	-	৬০২.০০	৫৭৬.৩৯	-	৫৭৬.৩৯
১৩।	জীপ	৭১.০০	-	৭১.০০	৭১.০০	-	৭১.০০
১৪।	ডাবল কেবিন পিকআপ	২৩৪.২০	-	২৩৪.২০	২৩৪.২০	-	২৩৪.২০
১৫।	সিংগেল কেবিন পিকআপ	২৭.৯০	-	২৭.৯০	২৭.৯০	-	২৭.৯০
১৬।	ওয়াটার পিউরিফায়ার	১৫.৫০	-	১৫.৫০	১৩.৫০	-	১৩.৫০
১৭।	এটিভি	৫২০.০০	-	৫২০.০০	৫১৯.৯৯	-	৫১৯.৯৯
১৮।	এ্যাম্বুলেন্স	৫৮৮.০০	-	৫৮৮.০০	৫৮৭.৯৩	-	৫৮৭.৯৩
	উপমোট (মূলধন)	২৮৯৭.৮৬	-	২৮৯৭.৮৬	২৮৬৩.৫৬	-	২৮৬৩.৫৬
	প্রাইজ কন্টিনজেন্সি	১০.০০	-	১০.০০	-	-	-
	সর্বমোট (ক+খ):	৩৩৯২.০০	-	৩৩৯২.০০	৩৩৪০.২৫	-	৩৩৪০.২৫

*প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত ।

১৩. মূল ডিপিপি এবং প্রকৃত ব্যয়ের অংগভিত্তিক তুলনা:

(লক্ষ টাকা)

ইকোনমিক কোড	মূল অনুমোদিত ডিপিপি			প্রকৃত অর্জন			পার্থক্য	
	ব্যয়			ব্যয়			ব্যয়	
	জিওবি (টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)	জিওবি (বৈ: মুদ্রা)	জিওবি (টাকা)	মোট	জিওবি (বৈ: মুদ্রা)	মোট	জিওবি (বৈ: মুদ্রা)
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক) রাজস্ব			-					
	৩৩১.৮০	৩৩১.৮০	-	৩৩১.৩৫	৩৩১.৩৫	-	.৪৫	
	১০.১৪	১০.১৪	-	৯.৯৭	৯.৯৭	-	.১৭	
	৬.৭০	৬.৭০	-	৫.৭৭	৫.৭৭	-	.৯৩	
	১১.৫০	১১.৫০	-	১১.৪২	১১.৪২	-	.০৮	
	৬২.০০	৬২.০০	-	৫৬.২০	৫৬.২০	-	৫.৮	
	২০.০০	২০.০০	-	১৯.৯৯	১৯.৯৯	-	.০১	
	৪২.০০	৪২.০০	-	৪১.৯৯	৪১.৯৯	-	.০১	
	৪৮৪.১৪	৪৮৪.১৪	-	৪৭৬.৬৯	৪৭৬.৬৯	-	৭.৪৫	
(খ) মূলধন:								
	১.৯৮	১.৯৮	-	১.৯৮	১.৯৮	-	০	
	০.৫৯	০.৫৯	-	০.৫৯	০.৫৯	-	০	
	১.৩৮	১.৩৮	-	১.৩৮	১.৩৮	-	০	
	৫.০০	৫.০০	-	৫.০০	৫.০০	-	০	
	৭.০০	৭.০০	-	৬.৯৯	৬.৯৯	-	.০১	
	১৭.৯৪	১৭.৯৪	-	১৭.৯২	১৭.৯২	-	.০২	
	৫.৮৮	৫.৮৮	-	৫.৮৮	৫.৮৮	-	০	
	১৫.৮৯	১৫.৮৯	-	১৫.৮৯	১৫.৮৯	-	০	
	৪৭.৫০	৪৭.৫০	-	৪৭.৫০	৪৭.৫০	-	০	
	৬৯৯.২০	৬৯৯.২০	-	৬৯৯.২০	৬৯৯.২০	-	০	
	৩৬.৯০	৩৬.৯০	-	৩০.৩২	৩০.৩২	-	৬.৫৮	
	৬০২.০০	৬০২.০০	-	৫৭৬.৩৯	৫৭৬.৩৯	-	২৫.৬১	
	৭১.০০	৭১.০০	-	৭১.০০	৭১.০০	-	০	
	২৩৪.২০	২৩৪.২০	-	২৩৪.২০	২৩৪.২০	-	০	
	২৭.৯০	২৭.৯০	-	২৭.৯০	২৭.৯০	-	০	
	১৫.৫০	১৫.৫০	-	১৩.৫০	১৩.৫০	-	২	
	৫২০.০০	৫২০.০০	-	৫১৯.৯৯	৫১৯.৯৯	-	.০১	
	৫৮৮.০০	৫৮৮.০০	-	৫৮৭.৯৩	৫৮৭.৯৩	-	.০৭	
উপমোট (মূলধন)	**২৮৯৭.৮৬**	**২৮৯৭.৮৬**	**-**	**২৮৬৩.৫৬**	**২৮৬৩.৫৬**	**-**	**৩৪.২০**	
প্রাইজ কন্টিনজেন্সি	১০.০০	১০.০০	-	-	-	-	-	
সর্বমোট (ক+খ):	**৩৩৯২.০০**	**৩৩৯২.০০**	**-**	**৩৩৪০.২৫**	**৩৩৪০.২৫**	**-**	**৫১.৭৫**	

*প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত।

১৪. ডিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: (ক) পণ্য প্যাকেজ **২২** টি , ওয়ার্ক প্যাকেজ ও সেবা প্যাকেজ নেই।

১৫. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/ অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ হোসেন	পরিচালক (ইএমই) সদর দপ্তর বিজিবি, ঢাকা	০৭-১১-২০১৬ হতে ১২-০২-২০১৭	অতিরিক্ত দায়িত্বে	না	০১টি
লেঃ কর্নেল এ এস এম লুৎফুল করিম		০২-০৩-২০১৭ হতে ০১-০১-২০২০	অতিরিক্ত দায়িত্বে		
লেঃ কর্ণেল মোঃ জাবেদ হোসেন		১৪-০১-২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২০	অতিরিক্ত দায়িত্বে		

প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

১৬. পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম : : এস.এম. মাহবুবুল হক, সহকারি পরিচালক (সিনিয়র সহকারি সচিব) সেক্টর-৫, আইএমইডি।

১৭. **পরিদর্শনকৃত এলাকা :** কুমিল্লা জেলায় বিজিবি'র ১০ ব্যাটালিয়ান, ময়মনসিংহ জেলায় ৩৯ ব্যাটালিয়ন এবং সেক্টর সদর, রংপুর জেলায় ৫১ ব্যাটালিয়ন, এবং ৬১ ব্যাটালিয়ান ও সেক্টর সদর সর্বশেষ কুড়িগ্রাম ২২ ব্যাটালিয়ান সরজমিন পরিদর্শন করা হয়। যা বিস্তারিত নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

(১) কুমিল্লা জেলা: গত গত ২৩/০৩/২০২৪ তারিখে বিজিবি'র ১০ ব্যাটালিয়ানে রক্ষিত প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত গাড়ী ও মালামাল পরিদর্শন করা হয়। পরিকদর্শনকালে উক্ত ব্যাটালিয়ানে মেজর আরাফাত হোসেন অনি উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে ০২টি মোটর সাইকেল ও একটি পানির ফিল্টার, ৪টি বাইসাইকেল এবং একটি জেনারেটর সরজমিন পরিদর্শন করা হয়। উক্ত ব্যাটালিয়ানে সরবরাহকৃত মোটরসাইকেল, সাইকেল ও সেগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। এই প্রকল্পের আওতায় সমস্ত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির তালিকা স্ব স্ব ব্যাটালিয়ানে সংগ্রহ করা হয়েছে। সমস্ত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির একটি রেজিস্টার সংরক্ষণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

(২) ময়মনসিংহ জেলা: গত ৩০/০৩/২০২৪ তারিখে বিজিবি'র ৩৯ ব্যাটালিয়ানে রক্ষিত প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত গাড়ী ও মালামাল পরিদর্শন করা হয়। পরিকদর্শনকালে উক্ত সেক্টরের মেজর এম.এম. রাশেদ (৩৯ ব্যাটালিয়ন বিজিবি), এবং মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, সহকারি পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে ০৩টি মোটর সাইকেল, ৫টি বাইসাইকেল, ০৩টি মব কন্ট্রোল সাউন্ড সাইলেন্সার এবং একটি জেনারেটর সরজমিন পরিদর্শন করা হয়। উক্ত ব্যাটালিয়ানে সরবরাহকৃত মোটরসাইকেল, সাইকেল ও সেগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। এই প্রকল্পের আওতায় সমস্ত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির তালিকা স্ব স্ব ব্যাটালিয়ানে সংগ্রহ করা হয়েছে। সমস্ত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির একটি রেজিস্টার সংরক্ষণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

(৩) রংপুর জেলা: গত ১৭/০৪/২০২৪ তারিখে বিজিবি'র ৬১ ব্যাটালিয়ানে রক্ষিত প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত গাড়ী ও মালামাল পরিদর্শন করা হয়। পরিকদর্শনকালে উক্ত সেক্টরের জনাব মোঃ সোহাগ মিলন, সহকারি পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে ০১টি এম্বুলেন্স ও ০১টি ডাবল কেবিন পিকআপ সরজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সেগুলো সচল অবস্থায় পাওয়া গেল। উক্ত ব্যাটালিয়ানে সরবরাহকৃত মোটরসাইকেল, সাইকেল ও বিভিন্ন সেক্টরে বিতরণ করা হয়েছে এবং তা সেগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। এই প্রকল্পের আওতায় সমস্ত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির

তালিকা স্ব স্ব ব্যাটালিয়ানে সংগ্রহ করা হয়েছে। সমস্ত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির একটি রেজিস্টার সংরক্ষণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

(৪) কুড়িগ্রাম জেলা: গত ১৮/০৪/২০২৪ তারিখে বিজিবি'র ২২ ব্যাটালিয়ানে রক্ষিত প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত গাড়ী ও মালামাল পরিদর্শন করা হয়। পরিকদর্শনকালে উক্ত সেক্টরে মেজর মো: আসিফুল ইসলাম সিদ্দীকি ও জনাব মো: ইউনুস আলী, সহকারি পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে একটি জেনারেটর ও পর্যাপ্ত পরিমাণ লাইফ জ্যাকেট সরজমিন পরিদর্শন করা হয়। উক্ত ব্যাটালিয়ানে সরবরাহকৃত মোটরসাইকেল, সাইকেল ও বিভিন্ন সেক্টরে বিতরণ করা হয়েছে এবং তা সেগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। এই প্রকল্পের আওতায় সমস্ত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির তালিকা স্ব স্ব ব্যাটালিয়ানে সংগ্রহ করা হয়েছে। সমস্ত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির একটি রেজিস্টার সংরক্ষণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

১৮. পরিদর্শন পদ্ধতি: প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা; সমাপ্ত হয়েছে।
- প্রকল্পের PCR পর্যালোচনা; সমাপ্ত হয়েছে।
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন; সমাপ্ত হয়েছে।
- কাজের তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ। সমাপ্ত হয়েছে।

১৯. সার্বিক পর্যালোচনা : আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সীমান্ত নিরাপত্তা শক্তিশালিকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পটি গত ২/১০/২০১৬ তারিখে জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮ মেয়াদকালে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৪২.০০ লক্ষ টাকায় অনুমোদিত হয়। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে ১ বছর অর্থাৎ জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯ মেয়াদে ১ম সংশোধন করা হয়। পরর্বীতে প্রকল্পটি জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০ মেয়াদে প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩৯২.০০ লক্ষ টাকায় ২য় সংশোধন করা হয়। সে হিসেবে প্রাক্কলিত কষ্টওভার রান হয়েছে ১৬.২১% এবং টাইমওভার রান হয়েছে ৫০%। প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে কোন সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। প্রকল্পটির আরম্ভের মেয়াদকাল জুলাই/২০১৬ হলেও প্রকল্পটি প্রশাসনিক অনুমোদন পায় অক্টোবর/২০১৬ অর্থাৎ ৪ মাস পর। প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক গত ৭/১১/২০১৬ সময়ে নিয়োগ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ প্রকল্পটি অনুমোদনের ৫ মাস পর প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রকল্পটির ৩ বছর ৮মাস মেয়াদকালে মোট ৩ জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগপ্রাপ্ত হল। তাছাড়া প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন মেয়াদকালে পরিকল্পনা বিভাগের অক্টোবর/২০১৬ তারিখে জারিকৃত পরিপত্রের ৪.৪১ অনুচ্ছেদ অনুসারে ৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য একজন দক্ষ ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে এই বিধানের অনুসরণ করা হয়নি। প্রকল্পটি সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩৯২০০ লক্ষ টাকা মধ্যে ৩৩৪০.০০ লক্ষ টাকা প্রকৃত খরচ হয। অব্যয়িত অর্থ ৫২ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প অফিস হতে জানানো হয়। প্রকল্পের আওতায় ২০টি ওয়ার্কশপ/সেমিনার অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত ছিল। পিসিআর এর তথ্য মতে ২০টি ওয়ার্কশপ/সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়। কিন্তু ডিপিপিতে এই ওয়ার্কশপ/সেমিনারের বিষয়ে কোন বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়নি। কি কি বিষয়ে সেমিনার/ওয়ার্কশপ হবে, কতজন অংশগ্রহণ করবে এবং কোন কোন ব্যক্তিবর্গ এটিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে কোন বিবরণী পাওয়া যায়নি।

প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থের বিষয়ে কোন অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়নি মর্মে বিজিবি'র হিসাব শাখা হতে প্রত্যায়ন দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি জুন/২০২০ এ সমাপ্ত হলেও পিসিআরটি মার্চ/২০২৩ এ অর্থাৎ ০৩ বছর ০৮ মাস পর আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে পিসিআর প্রেরণের এই বিলম্বের বিষয়ে জননিরাপত্তা বিভাগ হতে কারণ/ব্যাখা প্রদান করা হয়েছে।

২০. ক্রয় পর্যালোচনা: প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩৯২.০০ লক্ষ্য টাকা এর মধ্যে প্রকৃত খরচ হয়েছে ৩৩৪০.০০ লক্ষ টাকা যা মোট ব্যয়ের ৯৮.৪৭%। তবে বাস্তবে বাস্তাবায়ন হয়েছে ১০০%। প্রকল্পের আওতায় মুলত গাড়ী ও নিরাপত্তা সরঞ্জাম ক্রয়ের সংস্থান ছিল। প্রকল্পটির মোট ক্রয় পরিকল্পনা অনুসারে পণ্য প্যাকেজে মোট প্রাক্কলন ছিল ৩৩০১.৮০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৯৭.৩৪%। এ প্রকল্পের আওতায় পিসিআর এর তথ্য মতে জীপ ১টি, সিংগেল কেবিন পিকআপ ১টি, ডাবল কেবিন পিকআপ ৫টি, এ্যাম্বুলেন্স ১৪টি, এটিডি ২০টি, মটরসাইকেল, ৩৫০টি, জেনারেটর ৫৬টি, বাইসাইকেল ৪০০টি, ক্লোজ সার্কিট ক্রামেরা ৮ট, ওয়াটার পিউরিফায়ার ৫০টি লাইফ জ্যাকেট ৫০০টি, লাইটার ও মেগাফোন ১০০টি এবং রায়াট

কন্ট্রোল গিয়ার ১২৫ সেট ক্রয় করা হয়। ক্রয় পরিকল্পনা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরণ পিপিআর-এ বিধির ব্যত্যয় লক্ষণীয়। যেমন প্রকল্পের আওতায় ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে আরএফকিউ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ৭ লক্ষ ১০ লক্ষ ও ২০ লক্ষ আরএফকিউ পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে।

ক্রয় সংকান্ত ১০০টি মোটরসাইকেল ক্রয় বিষয়ে নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পিপিআর-২০০৮ বিধিমালা অনুসারে জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা, প্রস্তাব উম্মক্তকরণ কিমিটি, প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয় এবং ক্রয় সংক্রান্ত বিষয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে। তবে সংশ্লিষ্ট নথি পত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রস্তাব উম্মুক্তকরণ কমিটির মূল্যায়ন শিটে নাম ও পদবীসহ লেখা নেই, শুধু মাত্র স্বাক্ষর আছে। এ বিষয়ে বিজিবি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতে এ বিষয়টির প্রতি জোড় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো এবং সেই মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা জন্য অনুরোধ করা হলো।

২১. পণ্য, কার্য ও সেবা কার্য সংক্রান্ত তথ্য:

প্যাকেজ নং এবং প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহ্বানের তারিখ এবং বাস্তবে দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
জিডি-১	-	৭.৮০	-	জুন-২০১৭	
		৭৭.৪০	-	জুন-২০১৮	
		৯০.৬০	-	জুন-২০১৯	
জিডি-২	-	৩.০০	-	এপ্রিল-২০১৭	
		৩.০০	-	মার্চ-২০১৮	
		২.০০	-	মার্চ-২০১৯	
জিডি-৩	-	১০.০০	-	জুন-২০১৭	
		১০.০০	-	জুন-২০১৮	
জিডি-৪	-	২.০০	-	এপ্রিল-২০১৮	
		২০.০০	-	মার্চ-২০১৯	
জিডি-৫	-	১.৯৮	-	মার্চ-২০১৭	
জিডি-৬	-	০.৫৯	-	মে-২০১৭	
জিডি-৭	-	১.৩৮	-	মে-২০১৭	
জিডি-৮	-	৫.০০	-	জুন-২০১৭	
জিডি-৯	-	৩.৫০	-	মে-২০১৭	
		৩.৫০	-	জুন-২০১৮	
জিডি-১০	তারিখ-২৬-১২-১৬ মূল্য-৭.৫০	তারিখ-০৩-০৪-১৭ মূল্য-২.৯৪	এপ্রিল-২০১৭	এপ্রিল-২০১৭	
	তারিখ-২৫-০৪-১৮ মূল্য-১৫.০০	তারিখ-০৬-০৬-১৮ মূল্য-১৪.৯৮	জুন-২০১৮	জুন-২০১৮	
জিডি-১১	তারিখ-৩০-১০-১৬ মূল্য-১০.০০	তারিখ-০৯-০২-১৭ মূল্য-৫.৮৮	এপ্রিল-২০১৭	এপ্রিল-২০১৭	
জিডি-১২	তারিখ-২৬-১২-১৬ মূল্য-৩০.০০	তারিখ-০৯-০২-১৭ মূল্য-১৫.৮৯	এপ্রিল-২০১৭	এপ্রিল-২০১৭	
জিডি-১৩	তারিখ-৩০-০৩-১৭ মূল্য-৪৭.৫০	তারিখ-০৪-০৬-১৭ মূল্য-৪৭.৫০	জুন-২০১৭	জুন-২০১৭	
জিডি-১৪	তারিখ-৩০-০৩-১৭ মূল্য-৭৫০.০০	তারিখ-১৮-০৫-১৭ মূল্য-৩২২.২০	জুন-২০১৭	জুন-২০১৭	
	তারিখ-২৭-১১-১৮ মূল্য-৩৭৭.০০	তারিখ-২৬-০২-১৯ মূল্য-৩৭৬.৯৯	জুন-২০১৯	জুন-২০১৯	
জিডি-১৫	তারিখ-৩০-১০-১৬ মূল্য-৪২.০০	তারিখ-১২-০৩-১৬ মূল্য-২১.৯০	মে-২০১৭	মে-২০১৭	
	তারিখ-২৫-০৪-১৮ মূল্য-১৫.০০	তারিখ-০৭-০৬-১৮ মূল্য-৮.৪২	জুন-২০১৮	জুন-২০১৮	

প্যাকেজ নং এবং প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহ্বানের তারিখ এবং বাস্তবে দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
জিডি-১৬	তারিখ-৩০-১০-১৬ মূল্য-২০০.০০	তারিখ-০৯-০২-১৭ মূল্য-১৬৯.৭৫	এপ্রিল-২০১৭	এপ্রিল-২০১৭	
	তারিখ-৩০-০৩-১৭ মূল্য-২০০.০০	তারিখ-২৯-০৫-১৭ মূল্য-১৬৯.৭৫	জুন-২০১৭	জুন-২০১৭	
	তারিখ-২৫-০৪-১৮ মূল্য-১৭৫.০০	তারিখ-০৭-০৬-১৮ মূল্য-১৪৯.৮৯	জুন-২০১৮	জুন-২০১৮	
জিডি-১৭	তারিখ-৩০-১০-১৬ মূল্য-৭১.০০	তারিখ-২৭-০৩-১৭ মূল্য-৭১.০০	এপ্রিল-২০১৭	এপ্রিল-২০১৭	
জিডি-১৮	তারিখ-৩০-১০-১৬ মূল্য-৪৭.০০	তারিখ-৩১-০১-১৭ মূল্য-৪২.২০	এপ্রিল-২০১৭	এপ্রিল-২০১৭	
জিডি-১৯	তারিখ-৩০-১০-১৬ মূল্য-৩২.২০	তারিখ-৩১-০১-১৭ মূল্য-২৭.৯০	এপ্রিল-২০১৭	এপ্রিল-২০১৭	
জিডি-২২	তারিখ-২৫-০৪-১৮ মূল্য-১৫.৫০	তারিখ-০৬-০৬-১৮ মূল্য-১৫.৫০	জুন-২০১৮	জুন-২০১৮	

- প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত।

২২. পরিবেশের উপর প্রভাব: প্রকল্পটি মূলত বিজিবি'র বিভিন্ন ব্যাটালিয়ানে জন্য যানবাহন ও অন্যন্যা যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট। ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ তথা মাটি, বাতাস, পানি ও জীববৈচিত্র্যের উপর কোন বিরুপ প্রভাব পরেনি।

২৩. ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হাল নাগাদ তথ্য:

(ক) ভূমি অধিগ্রহণ : প্রয়োজ্য নয়।
(খ) ভূমি অধিগ্রহণ ইতিপুর্বে সম্পন্ন করা হয়েছে বিধায় পুনর্বাসন (Resettlement) এর বিষয় জড়িত নয়।
(গ) Utility সংযোগ এর বিষয় জড়িত নয়।

২৪. অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: আর্থিক শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে অডিট করা একান্ত আবশ্যক। প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থের বিপরীতে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে যে সকল যানবাহন এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয় তা অডিট অধিদপ্তর হতে আগত নিরীক্ষা দল ২০১৯-২০ অর্থ বছরে হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে। এ প্রকল্পের বিপরীতে কোন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়নি মর্মে বিজিবি'র সদর দপ্তরে হিসাব শাখা হতে প্রত্যায়ন দেয়া হয়েছে। তবে পিসিআরে অডিট সংক্রান্ত তথ্য দেয়া হয়নি। তবে এ প্রকল্পের বিপরীতে কোন অডিট আপত্তি নেই এই সংক্রান্ত অডিট বিভাগের পত্র প্রয়োজন।

২৫. স্টিয়ারিং সভা সংক্রান্তঃ প্রকল্প মেয়াদকালে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভার বিষয়ে কোন তথ্য বিজিবি'র সংশ্লিষ্ট প্রকল্প দপ্তর হতে পাওয়া যায়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই সভাসমূহ আয়োজন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। উল্লেখ্য যে, ডিপিপি'র ToR অনুসারে প্রকল্প মেয়াদে মোট ০৮ (আট) টি সভা করার সংস্থান ছিল।

২৬. পিআইসি সভা সংক্রান্তঃ প্রকল্প মেয়াদকালে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভার বিষয়ে কোন তথ্য বিজিবি'র সংশ্লিষ্ট প্রকল্প দপ্তর হতে পাওয়া যায়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই সভাসমূহ আয়োজন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। উল্লেখ্য যে, ডিপিপি'র ToR অনুসারে প্রকল্প মেয়াদে মোট ২৪ (চব্বিশ) টি সভা করার সংস্থান ছিল।

২৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জন:

উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
ক। নব সৃজিত রিজিয়ন, সেক্টর ও বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়নসমূহের অপারেশন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	ক। নব সৃজিত রিজিয়ন, সেক্টর ও বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়নসমূহের অপারেশন সক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে।

উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
খ। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার মাধ্যমে সীমান্ত নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ।	খ। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার মাধ্যমে সীমান্ত নিরাপত্তা শক্তিশালী করা হয়েছে। যার ফলে বিভিন্ন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা রোধে বিজিবি সদস্যদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।
গ। সীমান্তবর্তী বিজিবি'র স্থাপনাসমূহে লজিস্টিকস সাপোর্ট প্রদান করা।	গ। জীপ, এটিভি, মোটর সাইকেল, বাই-সাইকেল, জেনারেটর, ডাবল/সিংগেল কেবিন পিকআপ ও বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জামাদি ক্রয়ের ফলে সীমান্তে টহল ও নজরদারী অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৮. যানবাহন সম্পর্কিত তথ্য: এ প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে তা নিম্নে বর্ণিত হল:

যানবাহনের নাম	**সংখ্যা**	**ক্রয়ের তারিখ**	**পরিবহন পুলে হস্তান্তর হলে তারিখ**	**পরিবহন পুলে হস্তান্তর না হলে বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ**	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
জীপ	০১টি	২৭ মার্চ ২০১৭	-	ফোর্স সাপোর্ট উইং, ঢাকা	-
ডাবল কেবিন পিকআপ	০৫টি	২৩ এপ্রিল ২০২০		ফোর্স সাপোর্ট উইং, ঢাকা	-
				ঝিনাইদহ ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)	-
				রংপুর ব্যাটালিয়ন (৬১ বিজিবি)	-
				যশোর ব্যাটালিয়ন (৪৯ বিজিবি)	-
				নীলফামারী ব্যাটালিয়ন (৫৬ বিজিবি)	-
সিংগেল কেবিন পিকআপ	০১টি	৩১ জানুয়ারি ২০১৭	-	ফোর্স সাপোর্ট উইং, ঢাকা	-
এ্যাম্বুলেন্স	১৪টি	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০	-	নওগাঁ ব্যাটালিয়ন (১৬ বিজিবি)	-
				রহনপুর ব্যাটালিয়ন (৫৯ বিজিবি)	-
				পানছড়ি ব্যাটালিয়ন (৩ বিজিবি)	-
				বাঘাইহাট ব্যাটালিয়ন (৫৪ বিজিবি)	-
				ঝিনাইদাহ ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)	-
				রংপুর ব্যাটালিয়ন (৬১ বিজিবি)	-
				লালমনিরহাট ব্যাটালিয়ন (১৫ বিজিবি)	-
				খুলনা ব্যাটালিয়ন (২১ বিজিবি)	-
				পঞ্চগড় ব্যাটালিয়ন (১৮ বিজিবি)	-
				বিজি হাসপাতাল, ঠাকুরগাঁও	-
				ছোটহরিণা ব্যাটালিয়ন (১২ বিজিবি)	-
				বিয়ানীবাজার ব্যাটালিয়ন (৫২ বিজিবি)	-
				শ্রীমঙ্গল ব্যাটালিয়ন (৫৫ বিজিবি)	-
				আরবিজি কোম্পানী, নীলডুমুর	-
এটিভি	০২টি	১১ নভেম্বর ২০১৯	-	চাপাইনবাবগঞ্জ ব্যাটাঃ (৫৩ বিজিবি)	-
	০২টি			রাজশাহী ব্যাটালিয়ন (১ বিজিবি)	-
	০২টি			কক্সবাজার ব্যাটালিয়ন (৩৪	-

যানবাহনের নাম	সংখ্যা	ক্রয়ের তারিখ	পরিবহন পুলে হস্তান্তর হলে তারিখ	পরিবহন পুলে হস্তান্তর না হলে বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ	মন্তব্য
				বিজিবি)	
	০২টি			নেত্রকোনা ব্যাটালিয়ন (৩১ বিজিবি)	-
	০২টি			টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি)	-
	০২টি			কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)	-
	০২টি			কুড়িগ্রাম ব্যাটালিয়ন (২২ বিজিবি)	-
	০২টি			লালমনিরহাট ব্যাটালিয়ন (১৫ বিজিবি)	-
	০২টি			সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (২৮ বিজিবি)	-
	০২টি			জকিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (১৯ বিজিবি)	-

- প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত।

৩০. **প্রকল্প পরিচালক:** এই প্রকল্পের মেয়াদকালে মোট ৩ জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালকদ্বয় সকলেই অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। প্রকল্প অনুমোদনের সময়কালে পরিকল্পনা বিভাগের অক্টোবর/২০১৬ সালে জারিকৃত পরিপত্রে বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ নিয়োমিতভাবে একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের নির্দেশনা আছে। কিন্তু প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন যার দরুন প্রকল্প বাস্তবায়নের দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প পরিচালক বদলী জনিত কারণে প্রকল্পের ধারাবাহিক কার্যক্রম ব্যহত হয়। পরিকল্পনা বিভাগ হতে জুন/২০২২ তারিখে সর্বশেষ জারিকৃত পরিপত্র অনুসারে ভবিষ্যতে ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ একজন নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা একান্ত আবশ্যক।

৩১. **পিসিআর বিলম্বে প্রেরণ:** আলোচ্য প্রকল্পটি জুন/২০২০ সালে সমাপ্ত হয়। কিন্তু পিসিআরটি গত ১০/০৩/২০২৪ তারিখে অর্থাৎ ৩ বছর ৮ মাস পর আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়। যা অনাকাংখিত। পিসিআরটি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, বিজিবি হতে গত ০৩/১০/২০২০ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। জননিরাপত্তা বিভাগ হতে জনানো হয় যে, তৎকালীন সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নির্দেশ প্রকল্পটির কার্যক্রম সজেমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন/মতামত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে পিসিআরটির বিষয়ে জননিরাপত্তা বিভাগের আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগের মতামত প্রদানের জন্য বলা হয়। উক্ত অনুবিভাগ হতে গত ১৩/০২/২০২৪ তারিখে বিজিবি'র মতামতসহ পিসিআর প্রেরণ করা হয়। বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য পিসিআরটি বিলম্বে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের নিদিষ্ঠতা রয়েছে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ বছর ০৮ মাস পর পিসিআরটি প্রেরণ করা হয়েছে।

৩২.**সম্ভাব্যতা সমীক্ষা:** প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে কোন সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। প্রকল্পটি ২০১৭ সালে আরম্ভ হয়। উক্ত সময়ে প্রতিপালনযোগ্য পরিকল্পনা বিভাগের অক্টোবর ২০১৬ সময়ে জারিকৃত পরিপত্রের ৪ এর ৪.১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, ২৫ কোটি টাকার উর্দ্ধে প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পন্ন সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আব্যশিকভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই করতে হবে। কিন্তু এই প্রকল্পটি গ্রহণের সময় উক্ত বিধির বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান। এদিকে বর্তমানে পরিকল্পনা বিভাগের জুন ২০২২ তারিখে জারিকৃত পরিপত্রের ১.১.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয়ের সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ ও পেশাদারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক আবশ্যকিভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। ভবিষ্যতে প্রকল্পে গ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখিত নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরন করার জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করা

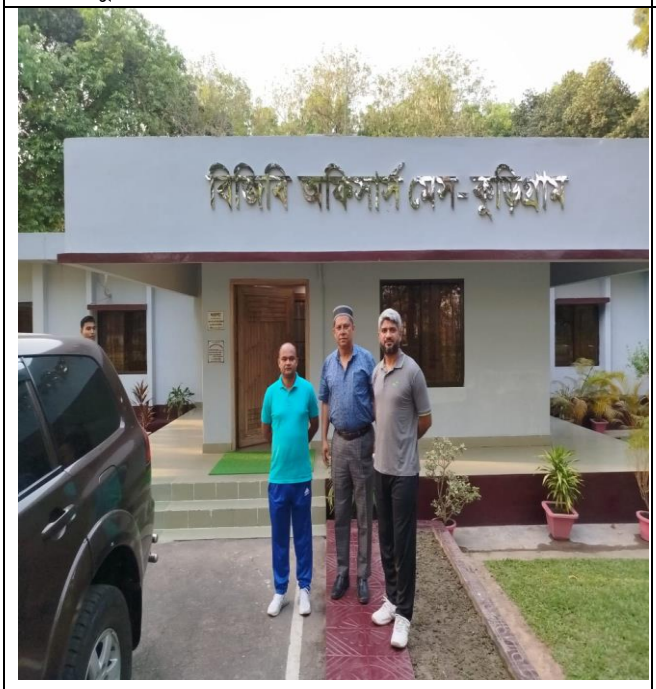
৩৩. **সম্পদ বহি:** এই প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সকল প্রকার মালামালের সঠিক হিসাব ও সরকারী সম্পদের সুষ্টু ব্যবহারের স্বার্থে এই সম্পদ বহি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। উক্ত সম্পদ বহিতে মালামালের বিবরণসহ কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে সে বিষয়ে বর্ণনা থাকা প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার, যানবাহন ও অন্যান্য দ্রব্যাদির হিসাব সংরক্ষণের জন্য একটি সম্পদ বহি সংরক্ষণ করা করতে হবে। । । প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার ও অন্যান্য মালামালের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিতের নিমিত্ত এবং মালামালের গায়ে প্রকল্পের নাম খচিত

করে একটি সম্পদ বহি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। উক্ত সম্পদ বহির ১ কপি প্রশাসনিক সংস্থা ও ১ কপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় সংরক্ষণ করা যায়।

৩৪. **টিওএন্ডইভুক্ত করণ:** এ প্রকল্পের আওতায় পিসিআর এর তথ্য মতে জীপ ১টি, সিংগেল কেবিন পিকআপ ১টি, ডাবল কেবিন পিকআপ ৫টি, এ্যাম্বুলেন্স ১৪টি, এটিডি ২০টি, মটরসাইকেল, ৩৫০টি, জেনারেটর ৫৬টি, বাইসাইকেল ৪০০টি, ক্লোজ সার্কিট ক্রামেরা ৮ট, ওয়াটার পিউরিফায়ার ৫০টি লাইফ জ্যাকেট ৫০০টি, লাইটার ও মেগাফোন ১০০টি এবং রায়াট কন্ট্রোল গিয়ার ১২৫ সেট ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের আওতায় এই সমস্ত মালামালের সুষ্ঠু ব্যবহার ও প্রশাসনিক শৃংখলা বজায় রাখার জন্য টিওএন্ডইভুক্ত করা প্রয়োজন। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ক্রয়কৃত গাড়ীসমূহ টিওএন্ডইভুক্ত করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়। তবে প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য মালামালসমূহ যেমন ২০টি ATV, ৫৬টি জেনারেটর টিওএন্ডইভুক্ত করা হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে কোন তথ্য প্রকল্প অফিস হতে পাওয়া যায়নি। সে মতে উপরোক্ত মালামালসমূহ টিওএন্ডইভুক্ত করতে হবে।

৩৫. **প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্র:**

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>কুমিল্লা ১০ ব্যাটালিয়ন মটর সাইকেলর এর চিত্র।</td><td>কুমিল্লা ১০ ব্যাটালিয়ান পানির ফিল্টার, বাইসাইকেল চিত্র</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ময়মনসিংহ ৩৯ ব্যাটালিয়ন এবং সেক্টর</td><td>ময়মনসিংহ ৩৯ ব্যাটালিয়ন মটর সাইকেল এর চিত্র।</td></tr>
</table>

	
রংপুর ৫১ ব্যাটালিয়ন মটর সাইকেল এ বাইসাকেল চিত্র	রংপুর ৬১ ব্যাটালিয়ন বাইসাইকেল এর চিত্র।
	
কুড়িগ্রাম ২২ ব্যাটালিয়ন	কুড়িগ্রাম ২২ ব্যাটালিয়ন জেনারেটর এর চিত্র।

৪০. সুপারিশ/মতামত:

ক. প্রকল্পটির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়েছে। তবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কষ্টওভার রান হয়েছে ১৬.২১% এবং টাইমওভার রান হয়েছে ৫০%। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে টাইমওভার রান ও কষ্টওভার রান যেন না হয়, সে মতে প্রকল্প বাস্তবায়নে টাইমবাউন্ড এক্যাশেন প্ল্যান গ্রহনপূর্বক কার্যক্রম নিতে হবে।

খ. প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে কোন ফিজিবিলি স্ট্যাডি করা হয়নি। যার দরুন কষ্টওভার ও টাইমওভার রান বেশী হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের জুন ২০২২ তারিখে জারিকৃত পরিপত্রের ১.১.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয়ের সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ ও পেশাদারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক আবশ্যকিভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।

গ. প্রকল্পটি বাস্তাবয়নের নিমিত্ত মোট ৩ জন প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ভবিষ্যতে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ পরিকল্পনা বিভাগের জুন/২০২২ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুসারে ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রকল্প পরিচালক আবশ্যিকভাবে নিয়োগ করতে হবে;

ঘ. আর্থিক শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে অডিট করা একান্ত আবশ্যক। এ প্রকল্পের বিপরীতে কোন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়নি মর্মে বিজিবি'র সদর দপ্তরে হিসাব শাখা হতে প্রত্যায়ন দেয়া হয়েছে। তবে এ প্রকল্পের বিপরীতে কোন অডিট আপত্তি নেই এই সংক্রান্ত অডিট বিভাগের প্রতিবেদন/মন্তব্য বিষয়ক প্রমাণক আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

ঙ. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার, যানবাহন ও অন্যান্য দ্রব্যাদির হিসাব রাখার জন্য উক্ত মালামালসমূহের গায়েঁ প্রকল্পের নাম খচিঁত করে একটি সম্পদ বহি প্রস্তুত করে সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত সম্পদ বহির এক কপি বিজিবিতে ও এক কপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে জমা করতে হবে।

চ. প্রকল্পটি জুন/২০২০ সময়ে সমাপ্ত হলেও পিসিআরটি জানুয়ারী/২০২৪ সময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ দীর্ঘ ০৩ বছর ০৮ মাস পর পিসিআরটি প্রেরণ করা হয়েছে যা অনাকাঙ্খিত। ভবিষ্যতে প্রকল্প সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমই বিভাগে প্রেরণ করার বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

জ. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত যানবাহন, মোটরসাইকেল ও অন্যান্য যন্তপাতি টিওএন্ডইভুক্ত করা হলেও সংগৃহিত ATV, জেনারেটর ও অন্যান্য মালামালসমূহ টিওএন্ডইভুক্ত করা হয়নি মর্মে জানা যায়। সেক্ষেত্রে উক্ত মালামালসমূহ দ্রুত টিওন্ডইভুক্ত করে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

পুলিশ বিভাগের ১৯টি ইউনিটে ১৯টি অস্ত্রাগার নির্মাণ (১ম সংশোধন) শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১৯)

প্রকল্পের মৌলিক তথ্য

১.	**প্রকল্পের নাম**	:	পুলিশ বিভাগের ১৯টি ইউনিটে ১৯টি অস্ত্রাগার নির্মাণ (১ম সংশোধন) প্রকল্প।
২.	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	জননিরাপত্তা বিভাগ
৩.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	বাংলাদেশ পুলিশ ও গণপূর্ত অধিদপ্তর
৪.	**প্রকল্পের ধরণ**	:	বিনিয়োগ
৫.	**অর্থায়নের উৎস**	:	সম্পূর্ন জিওবি
৬.	**উন্নয়ন সহযোগী**	:	প্রয়োজ্য নয়।

৭. প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

(লক্ষ টাকা)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়		অনুমোদনের তারিখ	বাস্তবায়ন কাল	মন্তব্য	
	মোট	জিওবি			ব্যয়	সময়
মূল	৬১৯৩.৬৪	৬১৯৩.৬৪	০৭/০৭/২০১৫	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮	-	-
সংশোধিত (১ম)	৬১৯২.৮২	৬১৯২.৮২	১০/০৫/২০১৮	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯	-	–
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	৬১৯২.৮২	৬১৯২.৮২	১০/০৫/২০১৮	জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	-	৫০.%

৮. প্রকল্প এলাকা:

প্রকল্প এলাকা	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশ লাইন্স	চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	সদর
কুমিল্লা জেলা পুলিশ লাইন্স	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	সদর
পিটিসি নোয়াখালী	চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	নোয়াখালী
সিএমপি পুলিশ লাইন্স ২য়	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম
এপিবিএন স্পেশালাইজড ট্রেনিং সেন্টার	চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি
পিটিসি, টাঙ্গাইল	ঢাকা	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল
ঢাকা জেলা পুলিশ লাইন্স মিল ব্যারাক	ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা
ঢাকা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পুলিশ লাইন্স	ঢাকা	ঢাকা	আশুলিয়া
যশোর জেলা পুলিশ লাইন্স	খুলনা	যশোর	সদর
কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ লাইন্স	খুলনা	কুষ্টিয়া	সদর
পিটিসি, খুলনা	খুলনা	খুলনা	খুলনা
আরআরএফ পুলিশ লাইন্স, খুলনা	খুলনা	খুলনা	খুলনা
পটুয়াখালী জেলা পুলিশ লাইন্স	বরিশাল	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
সিলেট জেলা পুলিশ লাইন্স	সিলেট	সিলেট	সদর
রংপুর জেলা পুলিশ লাইন্স	রংপুর	রংপুর	সদর
বগুড়া জেলা পুলিশ লাইন্স	রাজশাহী	বগুড়া	সদর
পাবনা জেলা পুলিশ লাইন্স	রাজশাহী	পাবনা	সদর
জয়পুরহাট জেলা পুলিশ লাইন্স	রাজশাহী	জয়পুরহাট	সদর

৯. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) একটি কার্যকর অস্ত্রাগারের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নিশ্চিত করা;

খ) পুলিশ বিভাগের ক্রমবর্ধমান অস্ত্রের সঠিক সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান;

গ) বিপুল পরিমান স্পর্শকাতর অস্ত্রের নিরাপদ সংরক্ষণে;
ঘ) একটি আধুনিক পুলিশ অস্ত্রাগারের অন্যান্য অপরিহার্য সুবিধাদি প্রদান;

১০. প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

ক) ভূমি উন্নয়ন
খ) অনাবাসিক ভবন নির্মাণ
গ) অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা
ঘ) অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা
ঙ) বহি:পানি সরবরাহ
চ) বহি: বিদ্যুৎ সরবরাহ।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য:

১১. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি: (লক্ষ টাকা)

ক্র:নং	অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত খরচ		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
(ক) রাজস্ব:							
		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	
			জিওবি	মোট		জিওবি	মোট
১)	জ্বালানী তেল ও লুব্রিকেন্ট	-	১২.৬০	১২.৬০	-	১১.৫৩	১১.৫৩
২)	কাঠামোগত এবং স্থাপত্য নকশা ছাপানো ও বাধানো,দরপত্র দলিল ও ডিপিপি মুদ্রণ ও বাধাই	থোক	৮.৫০	৮.৫০	থোক	৮.৪১	৮.৪১
৩)	ষ্টেশনারী ক্রয়	থোক	২.০০	২.০০	থোক	২.০০	২.০০
৪)	বিজ্ঞাপন	৭৯	১৮.০০	১৮.০০	৭৯	১৬.১১	১৬.১১
৫)	বিভিন্ন কমিটি সভার সম্মানী	-	১৬.০০	১৬.০০	-	৮.০২	৮.০২
৬)	ডিজিটাল সার্ভে	১৯	৪.৭৫	৪.৭৫	১৯	৩.৮৫	৩.৮৫
৭)	যানবাহন ভাড়া	১	৩২.৪০	৩২.৪০	১	২৫.৩৮	২৫.৩৮
উপমোট (রাজস্ব)			৯৪.২৫	৯৪.২৫		৭৫.৩০	৭৫.৩০
(খ) মূলধন:							
১)	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি	২ সেট	১.৫০	১.৫০	২ সেট	১.৫০	১.৫০
২)	অফিস সরঞ্জামাদি	২ সেট	৩.০০	৩.০০	২ সেট	২.৯৯	২.৯৯
৩)	অস্ত্রাগার ভবন নিমাণ (অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটারী এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ কাজ)	১৫৮৯২.২০ বর্গমিটার	৪৭০৭.৩৩	৪৭০৭.৩৩	১৫৮৯২.২০ বর্গমিটার	৪৫৯৫.২৫	৪৫৯৫.২৫
৪)	অন্যান্য নির্মাণ কাজ (বহিঃস্থা পানি সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ, গেটসহ সীমানা প্রাচীর, রাস্তা, ড্রেন, সেন্ট্রপোষ্ট, আরবরিকালচার)	১৯ দফা	১২০৬.৩৭	১২০৬.৩৭	১৯ দফা	১১০০.০০	১১০০.০০
উপমোট (মূলধন)		-	৫৯১৮.২০	৫৯১৮.২০	-	৫৬৯৯.৭৮	৫৬৯৯.৭৮
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি		**১%**	৬০.১২	৬০.১২	**১%**	০	০
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি		**২%**	১২০.২৫	১২০.২৫	**২%**	০	০
সর্ব মোট (ক+ক+গ+ঘ):		-	৬১৯২.৮২	৬১৯২.৮২	-	৫৭৭৫.০৪	৫৭৭৫.০৪

১২. অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও প্রকৃত ব্যয়:

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	প্রকৃত ব্যয়
২০১৫-১৬	৯৯.৬০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
২০১৬-১৭	১৪৯৯.৪৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৪৯৯.৪৩
২০১৭-১৮	২২০৭.৭১	২৭০০.০০	২৭০০.০০	২৬০৪.৫৪
২০১৮-১৯	২৩৮৬.০৮	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯১.৯৩
২০১৯-২০	০	৬০০.০০	৬০০.০০	৫৭৯.১৫
	৬১৯২.৮২	৫৯০০.০০	৫৯০০.০০	৫৭৭৫.০৪

১৩. মূল ডিপিপি এবং প্রকৃত ব্যয়ের অংগভিত্তিক তুলনা:

(লক্ষ টাকায়)

অঙ্গের নাম	মূল অনুমোদিত ডিপিপি		প্রকৃত খরচ		পার্থক্য	
	ব্যয়		ব্যয়		ব্যয়	
		জিওবি (বৈ: মুদ্রা)	মোট	জিওবি (বৈ: মুদ্রা)	মোট	জিওবি (বৈ: মুদ্রা)
জ্বালানী তেল ও লুব্রিকেন্ট		১২.৬০	১১.৫৩	১১.৫৩	১.০৭	১.০৭
কাঠামোগত এবং স্থাপত্য নকশা ছাপানো ও বাধানো,দরপত্র দলিল ও ডিপিপি মুদ্রণ ও বাধাই		৮.৫০	৮.৪১	৮.৪১	০.০৯	০.০৯
ষ্টেশনারী ক্রয়		২.০০	২.০০	২.০০	০	০
বিজ্ঞাপন		১৮.০০	১৬.১১	১৬.১১	১.৮৯	১.৮৯
বিভিন্ন কমিটি সভার সম্মানী		১৬.০০	৮.০২	৮.০২	৭.৯৮	৭.৯৮
ডিজিটাল সার্ভে		৪.৭৫	৩.৮৫	৩.৮৫	০.৯০	০.৯০
যানবাহন ভাড়া		৩২.৪০	২৫.৩৮	২৫.৩৮	৭.০২	৭.০২
উপমোট (রাজস্ব)		৯৪.২৫	৭৫.৩০	৭৫.৩০	১৮.৯৫	১৮.৯৫
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	০	০
অফিস সরঞ্জামাদি	৩.০০	৩.০০	২.৯৯	২.৯৯	০.০১	০.০১
অস্ত্রাগার ভবন নিমাণ (অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটারী এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ কাজ)	৪৭০৭.৩৩	৪৭০৭.৩৩	৪৫৯৫.২৫	৪৫৯৫.২৫	১১২.০৮	১১২.০৮
অন্যান্য নির্মাণ কাজ (বহিঃস্থা পানি সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ, গেটসহ সীমানা প্রাচীর, রাস্তা, ড্রেন, সেন্ট্রপোষ্ট, আরবরিকালচার)	১২০৬.৩৭	১২০৬.৩৭	১১০০.০০	১১০০.০০	১০৬.৩৭	১০৬.৩৭
উপমোট (মূলধন)	৫৯১৮.২০	৫৯১৮.২০	৫৬৯৯.৭৮	৫৬৯৯.৭৮	২১৮.৪২	২১৮.৪২
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি	৬০.১২	৬০.১২	০	০	৬০.১২	৬০.১২
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি	১২০.২৫	১২০.২৫	০	০	১২০.২৫	১২০.২৫
সর্ব মোট (ক+ক+গ+ঘ):	৬১৯২.৮২	৬১৯২.৮২	৫৭৭৫.০৪	৫৭৭৫.০৪	৪১৭.৭৮	৪১৭.৭৮

১৪. ডিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: (ক) পণ্য প্যাকেজ-**২১**টি (খ) পূর্ত প্যাকেজ ১৯টি (গ) সেবা প্যাকেজ নাই। =মোট প্যাকেজ সংখ্যা-**৪০**টি

১৫. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/ অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডেভেলপমেন্ট), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা	২৮/০২/২০১৬ হতে ০৫/০৬/২০১৮	অতিরিক্ত	না	--
জনাব মোঃ ওবায়দুল ইসলাম খান	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডেভেলপমেন্ট), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা	০৬/০৬/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০১৯	অতিরিক্ত	না	--

প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

১৬. **পরিদর্শনকৃত এলাকা :** (ক) রংপুর জেলা পুলিশ লাইন, রংপুর এবং (খ) কুমিল্লা জেলা পুলিশ লাইন, কুমিল্লা।

১৭. **পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম :**

(ক) গত ১৬/১২/২০২৩ তারিখে রংপুর জেলার পুলিশ লাইন, রংপুরস্থ প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জনাব মো: আইনুল হক, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পুলিশ অস্ত্রাগার, জনাব খন্দকার মোমিনুর রহমান, উপ-সহকারি প্রকৌশলী, গনপূর্ত অধিপ্তর, রংপুর উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর পুলিশ লাইন-এ ১টি ৩ তলা বিশিষ্ট অস্ত্রাগার নির্মাণ করা হয়। পরিদর্শনকালে গ্রাইন্ড ফ্লোরে অস্ত্র সংরক্ষিত আছে। ২য় তলায় অস্ত্র এবং গোলাবারদ সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেল। তয় তলায় মহিলা পুলিশ সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা দেখা যায়। সংলিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানায় যে, মহিলা পুলিশের বাসস্থানের স্বল্পতার কারণে তাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এখানে অবস্থান না করাই শ্রেয় মর্মে সংশ্লিষ্টদের জানানো হয়। ভবনটি নির্মাণ কাজ সম্পাদন করেছে স্থানীয় গণপূর্ত অধিদপ্তর। প্রাপ্ত তথ্য মতে ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত ব্যয়ে প্রাক্কলন ছিল ২৮১.৩০ লক্ষ টাকা প্রকৃত পক্ষে ব্যয় হয় ২৫৯.৫৯ লক্ষ টাকা। ভবনটি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় জুন/২০১৮। তবে শুধু ভবন নির্মাণের জন্য চুক্তিমূল্য ১,৮৩,৩৮,২২১/- টাকা হতে ভেরিয়েশনের কারণে বৃদ্ধি হয়ে দাড়ায় ২,১০,৮৪,৮৭৭.০৭/-টাকা। ভেরিয়েশনের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষে অনুমোদন নেয়া হয়েছিল কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তা অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে গণপূর্ত অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানান। ভবনের ২য় তলা ও ৩য় তলার দেয়ালে ছাদের পাইপ লাইনের ছিদ্র হয়ে যাওয়ায় পানি লিক করে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে এই সমস্যায় সমাধান করা হয়েছে এবং এটির সংস্কার করা হবে। ভবনটি সম্পন্ন হওয়ার ৩ বছর পর গণপূর্ত বিভাগের আওতাভুক্ত হবে মর্মে ডিপিপিতে উল্লেখ আছে কিন্তু অফিসিয়ালি সুরক্ষা বিভাগ হতে কোন আনুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণ করা হয়নি। যার কারণে প্রশাসনিকভাবে বহিভুক্ত করা হয়নি। সুরক্ষা সেবা বিভাগ/পুলিশ অধিদপ্তর হতে গণপূর্ত বিভাগকে এটির রক্ষানাবেক্ষণ বিষয়ে এটির একটি অনুরোধ পত্র দেয়ার প্রয়োজন।



রংপুর অস্ত্রাগার ভবন এর ভিতরের এর দৃশ্য-১ (নষ্ট অংশের)।



রংপুর অস্ত্রাগার ভবন এর ভিতরের এর দৃশ্য-১ (নষ্ট অংশের)।

(খ) গত ৩১/১২/২০২৩ তারিখে কুমিল্লা পুলিশ লাইন, কুমিল্লাস্থ প্রকল্প এলাকা সরজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জনাব আবু তাহের, মো: খায়রুল বাসার, উপ-সহকারি প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সকলের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বর্তমান অবস্থার বিষয়ে আলোচনা হয়। কুমিল্লা জেলা পুলিশ লইন-এ অস্ত্রাগার নির্মাণ করা হয়। যার প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৩২৪.৪৩ লক্ষ টাকা। চুক্তি অনুসারে এই কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ৩২০.১৮ লক্ষ টাকা ছিল। এখানেও একই পদ্বতিতে অস্ত্রসমূহ সংরক্ষণ করা হয়। তয় তলায় মহিলা পুলিশদের আবাসন ব্যবস্থা করা আছে। পরিদর্শনকালে ভবনটির অবস্থা ভালই দৃশ্যমান হয়। ভবনটির নির্মাণের পর ৩ বছর অতিবাহিত হয়েছে সে মতে এটির রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব গণপূর্ত অধিদপ্তর, কুমিল্লা বহিভুক্ত হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করার নিমিত্ত উক্ত অস্ত্রাগারে কোন নথি কাগজপত্র পাওয়া গেল না। অনেক আগে কার্য সম্পন্ন হয়েছে এই বক্তব্য দিয়ে গণপূর্ত বিভাগের প্রতিনিধি এই কাগজপত্র সরবরাহের সক্ষম হয়নি। পুলিশ বিভাগেও এই সমস্ত কাগজপত্র সংরক্ষণে নেই।

১৮. পরিদর্শন পদ্ধতি: প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের PCR পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- কাজের তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ।

১৯. সার্বিক মূল্যায়ন: পুলিশ বিভাগের ১৯টি ইউনিট ১৯টি অস্ত্রাগার নির্মাণ (১ম সংশোধন) শীর্ষক প্রকল্পটি মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬১৯৩.৬৪ লক্ষ টাকা জুলাই/২০১৫ হতে জুন -২০১৮ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ১ম সংশোধন অনুসারে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬১৯২.৮২ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটি সর্বশেষ ০৬ মাস অর্থাৎ জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। সে মতে প্রকল্পটির মোট মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় ১৮ মাস অর্থাৎ টাইমওভার রান হয়েছে ৫০%। অপর দিকে প্রকল্পের ব্যয় ৬১৯৩.৬৪ লক্ষ টাকা হতে ৬১৯২.৮২ টাকা ব্যয় হ্রাস পেয়ে কষ্টওভার রান হয়েছে -০.০১%। প্রকল্পটির আওতায় মোট ১৯টি জেলায় অস্ত্রাগার নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬১৯২.৮২ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৫৭৭৫.০৪ লক্ষ টাকা যার কারণে মোট ৪১৭.৭৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকে যা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প অফিস জানান। প্রকল্পটির ভবন নির্মাণ কাজ গণপূর্ত বিভাগ সংশ্লিষ্ট ছিল। অর্থ বিভাগে প্রকল্প জনবল/পদ নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক জনবল নির্ধারণ করা হয়নি। তবে ডিপিপিতে এই প্রকল্পের জন্য ৮টি বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদ নির্ধারণ করা হয়। ভৌগলিক কর্ম এলাকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী সার্বিক তত্ত্বধানে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিটি অস্ত্রাগারের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে ডিপিপিতে উল্লেখ আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পরিবেশের উপর তথা মাটি, পানি, বাতাস ও জীববৈচিত্রের উপর কোন প্রভাব ফেলেনি।

প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ আছে। তবে উক্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনটির যে রির্পোট ডিপিপিতে সংযুক্ত করা হয়েছে তা মোটেই প্রকল্পের প্রাক সমীক্ষার মানদন্ডে আওতায় পরে না মর্মে প্রতিয়মান। অপরদিকে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনের G অধ্যায়ে Descriptive Report এর 3.3 এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই প্রকল্প প্রস্তুতপূর্বে কোন প্রাক সমীক্ষা করা হয়নি। সে মতে তথ্যগত গড়মিল স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্প সুষ্টুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পে বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) গঠন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদকালে মোট ২ জন প্রকল্প পরিচালক আতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন। পরিকল্পনা বিভাগের আগস্ট/২০১৬ তারিখে জারিকৃত পরিপত্রের অনুচ্ছেদ ২১.২৭ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রকল্পের একজন নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়নি।

ডিপিপিতে উল্লেখ আছে যে, প্রকল্প সমাপ্তির ৩ বছর পর ভবনসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণপূর্ত অদিপ্তরের আওতায়ভুক্ত হবে। ভবনসমূহে রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালনায় ব্যয় গণপূর্ত অধিদপ্তরে রাজস্ব বাজেট হতে মিটানো হবে। বাংলাদেশ পুলিশের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে গণপূর্ত বিভাগ রক্ষনাবেক্ষণের ব্যয়ের চাহিদা নিরূপন করবে। তবে এ বিষয়ে গণপূর্ত বিভাগকে কোন আনুষ্ঠানিকতামূলক অনুরোধ পত্র দেয়া হয়নি মর্মে জানানো হয়।

২০. ক্রয় পর্যালোচনা: আলোচ্য প্রকল্পটি ১ম সংশোধিত মতে মোট প্রাক্কলিত মূল্য ৬১৯২.৮২ লক্ষ টাকা। মূল প্রকল্প দলিলে মোট ক্রয় পরিকল্পনা অনুসারে পন্য প্যাকেজে ৩টি, পূর্ত প্যাকেজে ৭৬টি প্যাকেজে ক্রয়ের সংস্থান রাখা হয়। পণ্য প্যাকেজে ১.৫০ লক্ষ, ৩.০০, ৪.০০ লক্ষ টাকার ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন অনুসারে ডিপিপিতে ওটিএম পদ্ধতি উল্লেখ আছে। উল্লেখ্য যে পিপিআর-২০০৮ এর বিধান মতে প্রকল্পে পণ্য ক্রয়ে ক্ষেত্রে সবোর্চ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোটেশন পদ্ধতি ক্রয়ের পদ্ধতি অনুসারণের জন্য স্থির করা হয়। কিন্তু ডিপিপিতে এই অল্প পরিমাণ ক্রয়ের জন্য ওটিএম পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়। উল্লেখ্য ডিপিপি সংশোধন করা হলে উক্ত পণ্য ক্রয়ের পদ্ধতি আরএফকিউ পদ্ধতিতে সংশোধন করা হয়। প্রকল্পের জমি প্রাপ্তি সংক্রান্ত জটিলতা ও দুটি কেন্দ্র প্রতিস্থাপন এবং এডিপি বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে, ডিজাইন পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সেক্ষেত্রে মূল ডিপিপিতে পূর্ত কাজের প্যাকেজে কমিয়ে মোট ১৯টি নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় কোন গাড়ি ক্রয়ের সংস্থান ছিল না।

২১. পণ্য, কার্য ও সেবা কার্য সংক্রান্ত তথ্য:

প্যাকেজ নং এবং প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহ্বানের তারিখ এবং বাস্তবে দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
WD১ রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশ লাইন্স, ৩৪০.৬০	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ১৯/০৯/২০১৬	০২/০২/২০১৭, ৩৩০.৯৮	০৮/০৭/২০১৮	৩১/১২/২০১৯	
WD২ কুমিল্লা জেলা পুলিশ লাইন্স, ৩২৪.৪৩	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ১৫/০২/২০১৬	০৬/০৬/২০১৬, ৩২০.১৮	০৬/০৫/২০১৭	৩১/১২/২০১৯	
WD৩ পিটিসি, নোয়াখালী, ৩২১.৯২	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ২৪/০১/২০১৬	৩১/০৫/২০১৬, ৩২১.৯১	৩০/০৫/২০১৭	৩১/১২/২০১৯	
WD৪ সিএমিপ পুলিশ লাইন্স (২য়),৩১৫.৫৯	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ৩১/০১/২০১৭	১৫/০৬/২০১৭, ৩০২.৩০	১৫/০৬/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	
WD৫ চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন্স, ৩৪৯.০৭	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ১৮/১২/২০১৬	২২/০১/২০১৭, ৩০৬.৮৩	১৫ সড়হঃয	৩০/০৬/২০১৯	
WD৬ জয়পুরহাট জেলা পুলিশ	জুলাই, ২০১৫	২৬/০৯/২০১৮,	১৫ সড়হঃয	৩১/১২/২০১৯	

প্যাকেজ নং এবং প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহ্বানের তারিখ এবং বাস্তবে দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
লাইন্স, ৩১৫.৫৯	বাস্তবে- ২৩/০৪/২০১৮	৩০৩.২০			
WD৭ এপিবিএন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৩১৫.৫৯	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ২৬/০৭/২০১৬	০৫/০১/২০১৭, ২৯২.৩৯	০৫/০১/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	
WD৮ পিটিসি টাঙ্গাইল, ৩০৫.৫৯	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ১০/০২/২০১৬	১২/০৬/২০১৬, ৩০৫.০০	১১/০৬/২০১৭	১১/০৬/২০১৭	
WD৯ ঢাকা জেলা পুলিশ লাইন্স (মিলব্যারাক),২৯২.৭৩	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ২২/০২/২০১৬	২৫/০৫/২০১৬, ২৯০.৫৮	২৪/০২/২০১৭	২৭/০৬/২০১৮	
WD১০ পাবনা জেলা পুলিশ লাইন্স, ৩১৫.৫৯	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ০৪/০৭/২০১৮	৩০/০৯/২০১৮, ৩১৪.৭৫	৩০/০৯/২০১৯	৩১/১২/২০১৯	
WD১১ ঢাকা শিল্প পুলিশ লাইন্স, ২৯২.৭৩	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ২৬/০৬/২০১৬	১০/১১/২০১৬, ২৮৩.৩৯	৩০/০৬/২০১৮	৩০/০৬/২০১৮	
WD১২ যশোর জেলা পুলিশ লাইন্স, ৩০৮.৫৬	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ২১/০৬/২০১৬	২২/০৯/২০১৯, ২৮৩.৭৬	১৪/০৫/২০১৭	৩০/০৬/২০১৯	
WD১৩ কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ লাইন্স, ২৯২.৭৩	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ০৮/১১/২০১৬	২৪/০৪/২০১৭, ২৮২.২৫	২৪/০৭/২০১৮	৩১/১২/২০১৯	
WD১৪ পিটিসি খুলনা, ৩৩২.০০	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ১১/১১/২০১৬	০১/১২/২০১৬, ৩২৪.০০	৩১/১২/২০১৮	৩১/১২/২০১৯	
WD১৫ আর.আর.এফ খুলনা, ৩১৫.৫৯	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ২০/০৭/২০১৬	৩০/১১/২০১৬, ৩১৫.৫৮	২৯/০৫/২০১৮	৩১/১২/২০১৯	
WD১৬ পটুয়াখালী জেলা পুলিশ লাইন্স, ৩২০.৮২	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ২৬/০২/২০১৭	১৮/০৬/২০১৭, ৩১৩.৪৫	১৭/০৬/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	
WD১৭ সিলেট জেলা পুলিশ লাইন্স, ৩০০.৫৪	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ২২/০৭/২০১৭	২৮/১/২০১৬, ২৯০.০৮	২৭/০২/২০১৮	৩০/০৬/২০১৮	
WD১৮ রংপুর জেলা পুলিশ লাইন্স, ২৮১.৩০	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ১৬/০৩/২০১৬	১৬/০৫/২০১৬, ২৫৯.৫৯	১৫/০৫/২০১৮	৩০/০৬/২০১৮	
WD১৯ বগুড়া জেলা পুলিশ লাইন্স, ২৭২.৭৩	জুলাই, ২০১৫ বাস্তবে- ১৭/০৮/২০১৬	১৪/১১/২০১৬, ২৫৫.০৩	১৩/০২/২০১৮	৩১/১২/২০১৯	

*প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত।

২২. পরিবেশের উপর প্রভাব: প্রকল্পটির আওতায় ভূমি উন্নয়ন ও ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সে বিবেচনায় প্রকল্পটি মাটি, পানি, বাতাস, জীববৈচিত্র্যের উপর কোন প্রভাব পরেনি। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের জন্য সহায়ক হয়েছে।

২৩. সয়েল টেস্ট ও মেটারিয়াল টেস্ট: রংপুর জেলা পুলিশ লাই এ ১টি অস্ত্রাগার নির্মাণ করার নিমিত্ত সয়েল টেস্ট করানো হয়। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন মেটেরিয়ালের টেস্ট করানো হয় মর্মে গণপূর্ত বিভাগ জানান। প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য ১৮টি প্রকল্প এলাকার জন্য সয়েল টেস্ট করানো হয় মর্মে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে জানানো হয়। তবে উল্লেখ্য যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও কাগজপত্রাদি পরিদর্শনকৃত ২টি জেলার পুলিশ কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা হয়নি।

২৪. ভূমি অধিগ্রহণ, Reselttlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হাল নাগাদ তথ্য:

(ক) ভূমি অধিগ্রহণ : প্রযোজ্য নহে।
(খ) ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়নি বিধায় পুনর্বাসন (Resettlement) এর বিষয় জড়িত নয়।
(গ) Utility সংযোগ: বিদ্যুৎ পানি ও গ্যাস সংযোগের প্রয়োজন হয়নি।

২৫. অডিট: প্রকল্পটি বাস্তাবয়নের জন্য গণপূর্ত বিভাগ দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল। ১৯টি জেলায় অস্ত্রাগার নির্মাণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট গণর্পূত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের দরপত্র আহব্বানসহ প্রকল্পের ব্যয় করা হয়। পিসিআর এর F.Monitoring and Aduting অধ্যায়ে ২.২ অনুচ্ছেদ অডিট সংক্রান্ত কোন তথ্য উল্লেখ নেই। তথ্য পর্যালোচনায় জানা যায় যে, এ প্রকল্পের আওতায় ১৯ জেলায় ১৯টি অস্ত্রাগার নির্মাণ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন অডিট হয়নি। তবে প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে অডিট করা একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রশাসনিক সংস্থা সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত বিভাগের সাথে যোগাযোগপূর্বক অডিট করানোর বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করতে পারে।

২৬. পিআইসি সভা:

অর্থবছর	ডিপিপি অনুযায়ী সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভা	মন্তব্য
২০১৫-২০১৬	৪	৪	প্রকল্প অফিসের তথ্য মতে প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লেখিত ToR অনুসারে সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
২০১৬-২০১৭	৪	৪	
২০১৭-২০১৮	৪	৪	
২০১৮-২০১৯	৪	৪	
মোট	১৬	১৬	

২৭. স্টিয়ারিং সভা:

অর্থবছর	ডিপিপি অনুযায়ী সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভা	মন্তব্য
২০১৫-২০১৬	২	২	প্রকল্প অফিসের তথ্য মতে প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লেখিত ToR অনুসারে সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
২০১৬-২০১৭	২	২	
২০১৭-২০১৮	২	২	
২০১৮-২০১৯	২	২	
মোট	৮	৮	

* প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত।

২৮. সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভা সংক্রান্ত:

সভার তারিখ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০৫/১২/২০১৯	প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে প্রকল্পটি যথাসময়ে শেষ করতে হবে।	গুণগতমান নিশ্চিত পূর্বক প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা হয়েছে।

২৯. প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জন:

উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
১। একটি কার্যকর অস্ত্রাগারের জন্য প্রযোজনীয় সুবিধাদি নিশ্চিত করা।	১৯টি ইউনিটের ১৯টি অস্ত্রাগার নিমার্ণের ফলে দ্রুত ও নিরাপদ অস্ত্র বিতরনে মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নিশ্চিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।
২। পুলিশ বিভাগরে ক্রমবর্ধমান অস্ত্রের সঠিক সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান।	এ প্রকল্প বাস্তাবয়নের ফলে নিশ্চিতভাবে পুলিশে বিভিন্ন অবস্থানে আইন শৃংখলা ও পরিস্থিত তাৎপর্যপূর্ন ভূমিকা পালন করে এবং অস্ত্রের সঠিক সংরক্ষণ।
৩। বিপুল পরিমাণ স্পর্শকাতর অস্ত্রের নিরাপদ সংরক্ষণ।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের স্পর্শকাতর অস্ত্রের নিরাপদ সংরক্ষণ হচ্ছে।
৪। একটি আধুনিক পুলিশ অস্ত্রাগারের অন্যান্য অপরিহার্য সুবিধাদি প্রদান।	আধুনিক পুলিশ অস্ত্রাগারের অন্যান্য সুবিধাদির সুযোগ হয়েছে।

৩০. সুবিধাভোগিদের মতামত: এ প্রকল্পের আওতায় অস্ত্রাগার নির্মাণের ফরে পুলিশ বিভাগের অস্ত্রের সঠিক সংরক্ষণ সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। বিপুল পরিমাণ স্পর্শকাতর অস্ত্রের নিরাপদ সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। অস্ত্রাগার নির্মাণের ফলে অস্ত্রসমূহের দীর্ঘস্থায়ত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অস্ত্রাগার নির্মাণের ফলে অস্ত্রসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

৩১. ফিজিবিলিটি: এই প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে মর্মে মুল ডিপিপি'র ১৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ডিপিপিতে সংযুক্ত সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনটি পর্যালোচন্তাতে দেখা যায় যে, উক্ত প্রতিবেদনটিতে এই প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধা ও অসুবিধার বিষয়ে কোন কিছু বর্ণনা করা হয়নি। মূলত এক পৃষ্ঠার প্রতিবেদনের সাথে বিভিন্ন পুলিশ বিভাগরে ১৯টি ইউনিটে ১৯টি অস্ত্রাগার নিমার্ণের লক্ষ্যে উক্ত সময়কার ছবি সংযোজিত হয়েছে। উত্তরা এপিবিএন ও চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশ ইউনিটে জমি না পাওয়ায় উক্ত দুটি কেন্দ্রের বদলে পাবনা ও জয়পুরহাট জেলা পুলিশ লাইনে স্থানান্তর করা হয়। বিষয়টি ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে এই বিচ্যুতিটি চিহ্নিত করা যেত এবং সে মতে প্রকল্প দলিল তৈরী করা সম্ভব হতো। ভবিষ্যতে পরিকল্পনা বিভাগের জুন/২০২২ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র ১.১.২ এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে বেসরকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই আবশ্যিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

৩২.প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ: প্রকল্পটি সম্পূর্ণ মেয়াদকালে ২ জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত ছিলেন। উক্ত ২ জন প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন। পরিকল্পনা বিভাগের জুন/২০১৬ তারিখের জারিকৃত পরিপত্র অনুসারে ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রকল্পের জন্য ১ জন নিয়মিতভাবে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে মর্মে উল্লেখ ছিল। অলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করা হয়নি। অপর দিকে পরিকল্পনা বিভাগের সর্বশেষ জুন/২০২২ তারিখে পরিপত্র অনুসারে ৫০ কোট টাকার উর্ধ্বে প্রকল্পের জন্য একজন নিয়মিতভাবে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। সে মতে ভবিষ্যতে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগের পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক নিয়মিতভাবে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হল।

৩৩.সম্পদ বহি: প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার ও অন্যান্য মালামালের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিতের নিমিত্ত এবং মালামালের গায়ে প্রকল্পের নাম খচিত করে একটি সম্পদ বহি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। উক্ত সম্পদ বহির ১ (এক) সেট প্রশাসনিক সংস্থায় জমা প্রদান করা প্রয়োজন।

৩৪. প্রকল্প সংশোধনের কারণ: প্রকল্পটি জুলাই/২০১৫ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়কালের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জমি প্রাপ্তির সংক্রান্ত জটিলতা ও সে কারণে দুট কেন্দ্র প্রতিস্থাপন এবং এডিপি বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। বিধায় প্রকল্পটি মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পের আওতায় উত্তরা এপিবিএন ও চট্টগ্রাম শিখা পুলিশ ইউনিটে জমি না পাওয়ায় উক্ত ২টি কেন্দ্রের বদলে যথাক্রমে পাবনা ও জয়পুরহাট জেলা পুলিশ লাইন্স অস্ত্রাগারের নাম অর্ন্তভুক্ত করা হয়। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, যে প্রকল্পের আওতায় জমি প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে

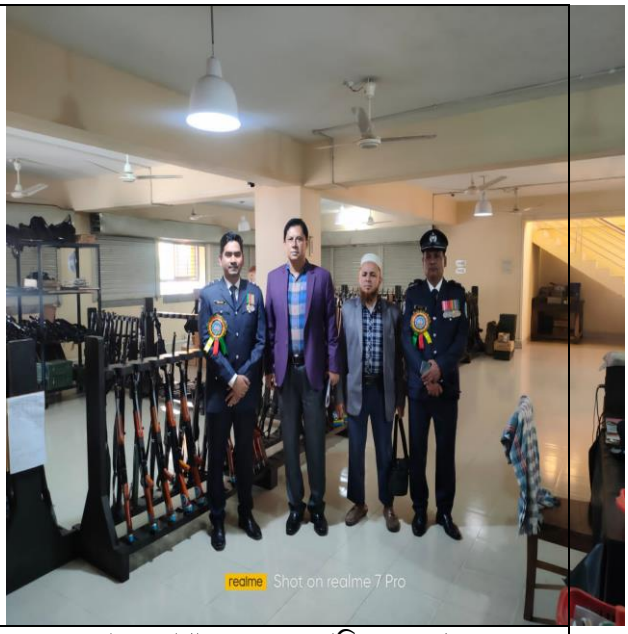
প্রকল্প অনুমোদন করা সমীচীন হয়নি। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে জমি প্রাপ্তির/বরাদ্দ নিশ্চিত হয়ে প্রকল্প অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আর্কষণ করা হল।

৩৫. প্রকল্প মনিটরিং: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনের F.Monitoring and Aduting অধ্যায়ের 0.1 অংশে মনিটরিং বিবরণ অনুসারে দেখা যায় যে, প্রকল্পে পরিচালকগণ সময় সময় প্রকল্প পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শনের প্রেক্ষিতে চিহ্নিত সমস্যা হিসাবে মান সম্পন্ন পরিবীক্ষণের অভাব এবং ঠিকাদারদের দূর্বল কার্যক্রম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগ হতে মানসম্পন্ন ও সময় মত পরিদর্শন করা হয়নি মর্মে বুঝা গেল। ঠিকাদারদের কাজের মান আরো উন্নত করতে হবে মর্মেও উক্ত অংশে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজে মনিটংরিং ব্যবস্থা অত্যন্ত দূর্বল ছিল। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে সুষ্ঠ ও মানসম্পন্ন কার্যাদি প্রাপ্তির নিমিত্তে কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থার সংস্থান রাখা প্রয়োজন।

৩৬. অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা: এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনে রক্ষিত সংবেদনশীল আগ্নেয়াস্ত্রসমূহের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার লক্ষ্যে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। অগ্নিকান্ডের দূর্ঘটনা হতে বড় রকমের বিপর্যয় রোধ করতে উক্ত ভবনে প্রতিটি ফ্লোরে অত্যাধুনিক অগ্নিনির্বাপকের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে জারিকৃত ২৬/০১/২০২১ তারিখে স্মারক-৪৭ এর আদেশে বলা হয়েছে যে, অগ্নি নিরাপত্তার স্বার্থে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ ফায়ার সেফটি প্ল্যান প্রণয়নপূর্বক অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম স্থাপন করতে হবে। সে প্রেক্ষিতে এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৯টি জেলার ১৯টি অস্ত্রাগার ভবনে সংবেদনশীল অস্ত্রসমূহের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে আধুনিক অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা স্থাপন করা যেতে পারে।

৩৭. প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্র:

	
কুমিল্লা অস্ত্রাগার ভবন এর ভিতরের এর দৃশ্য-১।	কুমিল্লা অস্ত্রাগার ভবন এর ভিতরের এর দৃশ্য-১।

	
রংপুর অস্ত্রাগার ভবন এর বাহির এর দৃশ্য-২।	রংপুর অস্ত্রাগার ভবন এর বাহির এর দৃশ্য-২।

৩৮. সুপারিশ/মতামত:

ক) প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে প্রকল্পটি মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ হয়েছে ১৮ মাস। সে ক্ষেত্রে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট টাইমওভার রান হয়েছে ৫০%। ভবিষ্যতে প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেন টাইমওভার রান না হয় সে দিক বিবেচনা করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূবর্ক প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করা হল।

খ) প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করানো হয়নি। প্রকল্পটির মোট মেয়াদের মধ্যে ৫০% অতিরিক্ত সময় ব্যয় হযেছে। সে ক্ষেত্রে পরিকল্পন বিভাগ হতে জুন/২০২২ তারিখে জারিকৃত পরিপত্রের ১.১.১ অনুচ্ছেদে অনুসারে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে দক্ষ ও নিরপেক্ষ বেসরকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করতে হবে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারে।

গ) প্রকল্পটির আওতায় ১৯টি জেলায় ১৯টি অস্ত্রাগার নির্মাণ করা হয়। সে হিসেবে প্রতিটি জেলায় ২ থেকে ৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। গণপূর্ত বিভাগ জানায় যে, প্রকল্পের জন্য বিছিন্নভাবে ব্যয়ের ক্ষেত্রে অডিট করানো যায়নি।এ বিষয়ে গণপূর্ত বিভাগ সকল বিভাগের আর্থিক ব্যয়ের বিষয়ে দ্রুত অডিট করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

ঘ প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদকালে ২ জন প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক দক্ষ ও প্রকল্পের সুষ্টু বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। পরিকল্পনা বিভাগের পরিপত্র জুন/২০২২ তারিখের পরিপত্র অনুসারে ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রকল্পের জন্য একজন দক্ষ ও নিরপেক্ষ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ঙ) প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সকল আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম ও কম্পিউটারসমূহের গায়ে প্রকল্পের নাম খচিত করে একটি সম্পদ বহি সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত সম্পদ বহির ১ সেট প্রশাসনিক সংস্থায় সংরক্ষণাগারে রাখা সমীচীন

চ) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৯টি ভবনে সংবেদনশীল আগ্নেয়াস্ত্র সংরক্ষণ করা হচ্ছে। হবে। তবে উক্ত ভবনে অগ্নিনির্বাপকের ব্যবস্থা হিসাবে ফায়ার স্টিংগেইসার রাখা আছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৬ জানুয়ারী/২০২২ সালে জারিকৃত নিদেশনা মতে অগ্নিনিরাপত্তার স্বার্থে সংবেদনশীল আগ্নেশ্রায়সমূহের নিবিড় সুষ্ট নিরাপত্তার স্বার্থে অত্যাধুনিক ফায়ার সেফটি প্ল্যানসহ এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আর্কষণ করা হল।

ছ) উপরে বর্ণিত সুপারিশ/মতামত অনুসারে বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী ৩০ (ত্রিশ) কর্ম দিবসের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন অত্র বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর জন্য বিভিন্ন বিওপি'র পরিসীমা বরাবর কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ (১ম পর্যায়)

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০২০**)**

প্রকল্পের মৌলিক তথ্য

১.	**প্রকল্পের নাম**	**:**	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর জন্য বিভিন্ন বিওপি'র পরিসীমা বরাবর কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ (১ম পর্যায়)।
২.	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	**:**	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ জননিরাপত্তা বিভাগ।
৩.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	**:**	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
৪.	**প্রকল্পের ধরণ**	**:**	বিনিয়োগ।
৫.	**অর্থায়নের উৎস**	**:**	জিওবি
৬.	**উন্নয়ন সহযোগী**	**:**	প্রযোজ্য নয়।

৭. **প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:**

(লক্ষ টাকা)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়		অনুমোদনের তারিখ	বাস্তবায়ন কাল
	মোট	জিওবি		
মূল	১৫৮৩৯.০৯	১৫৮৩৯.০৯	০৭ মে ২০১৮	০১ নভেম্বর ২০১৭ খেবে ৩০ জুন ২০২০

৮. **প্রকল্প এলাকা:** বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ৫১টি ব্যাটালিয়ন ও ১টি আরবিজি কোর বিওপি'র পরিসীমা বরাবর কাঁটাতারের বেড়া (১ম পর্যায়)।

৯. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক। বিজিবি'র যানবাহন, অস্ত্র বা বিওপি'র নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

খ। বিজিবি'র স্থাপনা বা সদস্যের কোন ক্ষতি না হওয়া।

গ। ৫৭৮টি বিওপি সুরক্ষিত রাখা।

১০. প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

১। কাটাতারের বেড়া ও পূর্ত কাজ

২। যানবাহন ক্রয় এবং

৩। অফিস সরঞ্জাম ক্রয়।

১২. অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও প্রকৃত ব্যয়: (লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	প্রকৃত ব্যয়
২০১৭-২০১৮	২৫২৭.৫৯	-		
২০১৮-২০১৯	৭৮৪৫.৪৬	১১৯৪৯.৯২৫১	১১৯৪৯.৯২৫১	১১৯৪৯.৯২৫১
২০১৯-২০২০	৫৪৬৬.০৯	৩৬৪৭.৩৫৯০	৩৬৪৭.৩৫৯০	৩৬৪৭.৩৫৯০
			সর্বমোট	১৫৫৯৭.২৮৪১

প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য:

১১. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি: (লক্ষ টাকা)

ক্র:নং	অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত খরচ		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
(ক) রাজস্ব:							
		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	
			জিওবি	মোট		জিওবি	মোট
১)	নিবন্ধন	৩.০০	-	৩.০০	৩.০০	-	৩.০০
২)	ফুয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৪৫.০০	-	৪৫.০০	৪৫.০০	-	৪৫.০০
৩)	ডিপিপি প্রস্তুতকরণ, প্রিন্টিং, স্টেশনারী ইত্যাদি	৬.০০	-	৬.০০	৬.০০	-	৬.০০
৪)	পরামর্শক	১৮০.০০	-	১৮০.০০	১৮০.০০	-	১৮০.০০
৫)	সম্মানী	৫.০০	-	৫.০০	৫.০০	-	৫.০০
৬)	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৩.০০	-	৩.০০	১.৯২৫১	-	১.৯২৫১
৭)	হায়ারিং চার্জ	২০.০০	-	২০.০০	১৫.০০	-	১৫.০০
উপমোট (রাজস্ব)		২৬২.০০		২৬২.০০	২৫৫.৯২৫১	-	২৫৫.৯২৫১
(খ) মূলধন:							
১)	অফিস সরঞ্জাম ও কম্পিউটার-কম্পিউটার (০২), টেবিল (০২), চেয়ার (০২), ইউপিএস (০২), স্ক্যানার (০১), প্রিন্টার (০১)	৫.০০	-	৫.০০	৫.০০	-	৫.০০
২)	পরিদর্শনকালীন যানবাহন (০১টি পিকআপ ও ১২টি মটর সাইকেল)	৬৮.১০	-	৬৮.১০	৬৮.১০	-	৬৮.১০
৩)	নির্মাণ পূর্ত (বিজিবি'র বিভিন্ন বিওপি সমূহে কাঁটাতারের বেড়াসহ আনুসঙ্গিক কাজ)	১৫২৭৩.৮৪	-	১৫২৭৩.৮৪	১৫২৬৮.২৫৯০	-	১৫২৬৮.২৫৯০
উপমোট (মূলধন)		১৫৩৪৬.৯৪	-	১৫৩৪৬.৯৪	১৫৩৪১.৩৫৯০	-	১৫৩৪১.৩৫৯০
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি		৭৬.৭৩	-	৭৬.৭৩	-	-	-
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি		১৫৩.৪৭	-	১৫৩.৪৭	-	-	-
সর্ব মোট (ক+ক+গ+ঘ):		১৫৮৩৯.০৯	-	১৫৮৩৯.০৯	১৫৫৯৭.২৮৪১	-	১৫৫৯৭.২৮৪১

১৩. মূল ডিপিপি এবং প্রকৃত ব্যয়ের অংগভিত্তিক তুলনা: (লক্ষ টাকা)

ইকোনমিক কোড	মূল অনুমোদিত ডিপিপি			প্রকৃত অর্জন			পার্থক্য	
	ব্যয়			ব্যয়			ব্যয়	
	পরিমান (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)	জিওবি (বৈ: মুদ্রা)	পরিমান	মোট	জিওবি (বৈ: মুদ্রা)	মোট	জিওবি (বৈ: মুদ্রা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(ক) রাজস্ব			-					
৪৮১৮	৩.০০	৩.০০	-	৩.০০	৩.০০	-	০.০০	
৪৮২৩	৪৫.০০	৪৫.০০	-	৪৫.০০	৪৫.০০	-	০.০০	

ইকোনমিক কোড	মূল অনুমোদিত ডিপিপি			প্রকৃত অর্জন			পার্থক্য	
	ব্যয়			ব্যয়			ব্যয়	
	পরিমান (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)	জিওবি (বৈ: মুদ্রা)	পরিমান	মোট	জিওবি (বৈ: মুদ্রা)	মোট	জিওবি (বৈ: মুদ্রা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪৮২৮	৬.০০	৬.০০	-	৬.০০	৬.০০	-	০.০০	
৪৮৭৪	১৮০.০০	১৮০.০০	-	১৮০.০০	১৮০.০০	-	০.০০	
৪৮৮৩	৫.০০	৫.০০	-	৫.০০	৫.০০	-	০.০০	
৪৮৩৩	৩.০০	৩.০০	-	১.৯২৫১	১.৯২৫১	-	১.০৭	
৪৮৯৩	২০.০০	২০.০০	-	১৫.০০	১৫.০০	-	৫.০০	
উপ-মোট (রাজস্ব)	২৬২.০০	২৬২.০০	-	২৫৫.৯২৫১	২৫৫.৯২৫১	-	৬.০৭	
(খ) মূলধন	-	-	-	-	-	-	-	-
৬৮১৫	৫.০০	৫.০০	-	৫.০০	৫.০০		০.০০	
৬৮০৭	৬৮.১০	৬৮.১০	-	৬৮.১০	৬৮.১০		০.০০	
৭০১৬	১৫২৭৩.৮৪	১৫২৭৩.৮৪	-	১৫২৬৮.২৫৯০	১৫২৬৮.২৫৯০		৫.৫৮	
উপ-মোট (মূলধন)	১৫৩৪৬.৯৪	১৫৩৪৬.৯৪	-	১৫৩৪১.৩৫৯০	১৫৩৪১.৩৫৯০	-	৫.৫৮	-
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি	৭৬.৭৩	৭৬.৭৩	-	-	-		-	
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি	১৫৩.৪৭	১৫৩.৪৭	-	-	-		-	
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)	১৫৮৩৯.০৯	১৫৮৩৯.০৯	-	১৫৫৯৭.২৮৪১	১৫৫৯৭.২৮৪১	-	১১.৬৫	-

১৪. ডিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: (ক)পণ্য প্যাকেজ ০১টি, পূর্ত প্যাকেজ **৪৭** টি ও সেবা প্যাকেজ ০১টি মোট=৪৯টি।

১৫. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/ অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
লেঃ কর্নেল মোঃ খিজির খান	পরিচালক (পূর্ত) সদর দপ্তর বিজিবি, ঢাকা	১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ২৮ জুন ২০২১	অতিরিক্ত	না	১টি

প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

১৬. **পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম :** এস.এম. মাহবুবুল হক, সহকারি পরিচালক (সিনিয়র সহকারি সচিব)।

১৭. **পরিদর্শনকৃত এলাকা : কক্সবাজার, রংপুর, দিনাজপুর জেলা।**

(১) কক্সবাজার:

ক. গত ১৮/০২/২০২৪ খ্রিঃ রামু মরিচ্যা চেক পোষ্ট বিওপি এলাকা পরিদর্শন করা হয়। রামু মরিচ্যা বিওপি চেক পোষ্ট পরিদর্শনকালে সুবেদার শাহ আলাম, ইনর্চাজ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বিওপি পরিসীমা বরাবর কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ

প্রকল্পের ড্রয়িং/ ডিজাইন এবং সিডিউল অনুযায়ী ৩২০ মিটার কাটাঁতারে বেড়া নির্মাণ কাজ করার উল্লেখ থাকলেও সরেজমিন ৩০০ মিটার কাটাঁতারের বেড়া নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে জানা যায়। অবিশষ্ট ২০ মিটার কাটাঁতারের বেড়া নির্মাণ কাজের সমুদয় অর্থ কর্তন করে ঠিকাদারদের নিকট হতে সম্পন্নকৃত নির্মাণ কাজ বুঝে নেওয়ার জন্য বিজিবি'র পরিদর্শন টিম হতে সুপারিশ করা হয় এবং তা বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান। পরির্দশনকালে কাটাঁতারের নির্মাণ কাজ অত্যন্ত নিম্নমানের হয়েছে মর্মে দেখা যায়।

খ. গত ১৮/০২/২০২৪ খ্রিঃ পালংখালী বিওপি পরিদর্শনকালে জনাব সফিকুল ইসলাম সহকারি পরিচালক ও জনাব রফিকুল ইসলাম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পূর্ত) বিজিবি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বিওপিতে ৩২৯ মিটার কাটাঁতারের বেড়া নির্মাণ করা হয়। এই কাটাঁতারের বেড়া নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ২২.২৯ লক্ষ টাকা। পরিদর্শনকালে কাটাঁতারের বেড়া নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক হয়েছে মর্মে দেখা গেল। বিজিবি হতে পরিদর্শনপূর্বক কাজসমূহ বুঝে নেওয়া হয়।

(২) <u>রংপুর:</u> গত ২৩/০২/২০৪ তারিখে ঠ্যাংঝাড়া বিওপি পরিদর্শনকালে জনাব মোঃ সোহাগ মিলন, সহকারি পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। সিডিউল অনুসারে ২২০ কাটাঁতারের বেড়া নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। কাটাঁতারের বেড়া নির্মাণের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩.০৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ঠিকাদারের সাথে চুক্তিমূল্য অনুসারে ১৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় মর্মে জানা যায়। পরিদর্শনকালে কাটাঁতারের বেড়া নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক হয়েছে মর্মে দেখা গেল। বিজিবি হতে পরিদর্শনপূর্বক কাজসমূহ বুঝে নেওয়া হয়।

(৩) <u>দিনাজপুর:</u> (ক) গত ২৪/০২/২০২৪ তারিখে মহোনপুর বিওপি পরিদর্শনকালে জনাব মোঃ জুয়েল মিয়া, কন্সালট্যান্টসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বিওপি'র এলাকায় ২২৮ মিটার কাটাঁতারের বেড়া নির্মাণের জন্য ১৩.৪৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারিত ছিল। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ জুন ২০১৯ তারিখে শেষ হয়ে মর্মে জানানো হয়। পরিদর্শনকালে কাটাঁতারের বেড়া নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক হয়েছে মর্মে দেখা গেল। বিজিবি হতে পরিদর্শনপূর্বক কাজসমূহ বুঝে নেওয়া হয়।

(খ) গত ২৪/০২/২০২৪ তারিখে আমাতলী বিওপি পরিদর্শনকালে সুবেদার মোঃ আব্দুল ওয়ারেস, অফিসার ইনচার্জ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বিওপিতে ২৭০ মিটার কাটাঁতারের বেড়া নির্মাণ করা হয়। উক্ত কাজের জন্য নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫.৫৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৫.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে মর্মে জানানো হয়। পরিদর্শনকালে কাটাঁতারের বেড়া নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক হয়েছে মর্মে দেখা গেল। বিজিবি হতে পরিদর্শনপূর্বক কাজসমূহ বুঝে নেওয়া হয়।

(গ) গত ২৪/০২/২০২৪ তারিখে জলপাইতলী বিওপি পরিদর্শনকালে হাবিলদার আছাদুজ্জামন ও হাবিলদার সাজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বিওপি এলাকায় ৩৬৩ মিটার আয়তনের কাটাঁতারের বেড়া নির্মাণের জন্য মোট ২০.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয়। পরিদর্শনকালে কাটাঁতারের বেড়া নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক হয়েছে মর্মে দেখা গেল। বিজিবি হতে পরিদর্শনপূর্বক কাজসমূহ বুঝে নেওয়া হয়।

১৮. পরিদর্শন পদ্ধতি: প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা; সমাপ্ত হয়েছে।
- প্রকল্পের PCR পর্যালোচনা; সমাপ্ত হয়েছে।
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন; সমাপ্ত হয়েছে।
- কাজের তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ। সমাপ্ত হয়েছে।

১৯. সার্বিক মূল্যায়ন : "বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর জন্য বিভিন্ন বিওপির পরিসীমা বরাবর কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৭/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মেয়াদকাল নভেম্বর ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারণ করে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৮৪৯.০৯ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পটির মেয়াদকাল নভেম্বর ২০১৭ নির্ধারিত হলেও প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায় মার্চ ২০১৮ তারিখে অর্থাৎ প্রকল্প মেয়াদের প্রায় ৫ মাস পর। অপরদিকে পিসিআর এর তথ্য মতে দেখা যায় যে, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রাপ্ত হন ৩০/০৯/২০১৮ তারিখে। তথ্য পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, প্রকল্পের মূল মেয়াদের চেয়ে ১১ মাস পরে প্রকল্পের কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছে মর্মে দেখা যায়। প্রকল্পের আওতায় মোট ৮ বিভাগের ৩২টি জেলায় ৪০টি উপজেলায় ৫৭৬টি বিওপি ও ১টি ভাসমান বিওপিতে কাটাঁতারের বেড়া নির্মাণ করা হয়।

প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে কোন সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। পরিকল্পনা বিভাগের অক্টোবর ২০১৬ সময়ে জারিকৃত পরিপত্রের ৪ এর ৪.১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, ২৫ কোটি টাকার উর্দ্ধে প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পন্ন সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আব্যশিকভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই বিধানটি পালন না করায় সঠিক নিয়মের ব্যত্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১টি ইন্সপেকশন পিকআপ ও ১২টি মোটরসাইকেল ক্রয় করা হয়। প্রকল্প সমাপ্তির পর এই যানবহানসমূহ বিজিবি'র প্রধান কার্যলয় জমা করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়। ১টি ডাবল কেবিন পিকআপটি টিওন্ডইভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু ১২টি মোটরসাইকেলের বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। দ্রুত টিওন্ডইভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ তথা মাটি, বাতাস, পানি ও জীববৈচিত্র্যের উপর কোন বিরুপ প্রভাব পরেনি। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ক্ষেত্রে কোন কষ্ট ওভার রান ও টাইম ওভার রান হয়নি। যা অত্যন্ত সন্তোষজন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২০. ক্রয় পর্যালোচনা: প্রকল্পটির মোট ক্রয় পরিকল্পনা অনুসারে পণ্য প্যাকেজ ০১টি, পূর্ত প্যাকেজে ৪৭টি, সেবা প্যাকেজ ০১টি হিসাবে মোট=৪৯টি প্যাকেজ বাস্তবায়িত হয়েছে। সমস্ত ক্রয় কার্যক্রম উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে করা হয়েছে। প্রকল্পের পিসিআরের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যয়িত অর্থের অডিট সম্পাদন হয়। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৮.৩৯ কোটি টাকার মধ্যে ১৫৬.৯৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। অব্যয়িত অর্থ ১.৪২ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান হয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে উল্লেখিত প্যাকেজ অনুসারে ব্যয় বিবরণী তথ্য পিসিআরে প্রদান করা হয়নি। তাছাড়াও বিজিবি'র প্রধান কার্যালয় হতেও এ সংক্রান্ত কোন তথ্য সরবরাহ করতে পারেনি। যার ফলে ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়নি।

২১. পরিবেশের উপর প্রভাব: প্রকল্পটি মূলত বিজিবি'র বিভিন্ন বিওপিতে কাটাঁতারে বেড়া স্থাপন করার কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট। ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ তথা মাটি, বাতাস, পানি ও জীববৈচিত্র্যের উপর কোন বিরুপ প্রভাব পরেনি।

২২. **ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হাল নাগাদ তথ্য:**

(ক) ভূমি অধিগ্রহণ : প্রয়োজ্য নয়।
(খ) ভূমি অধিগ্রহণ ইতিপুর্বে সম্পন্ন করা হয়েছে বিধায় পুনর্বাসন (Resettlement) এর বিষয় জড়িত নয়।
(গ) Utility সংযোগ এর বিষয় জড়িত নয়।

২৩. অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্পটি পিসিআরে F অনুচ্ছেদের ক্রমিক ২.২ তে বর্ণিত মতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যয়িত অর্থের অডিট সম্পাদন হয়েছে মর্মে দেখা যায় সেখানে ২০১৯-২০২০ সময়কালের অডিট করা হয়েছে। কিন্তু কোন আপত্তি নেই মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের অডিট করার প্রেক্ষিতে ২টি আপত্তি উত্থাপিত হয়। সে প্রেক্ষিতে ব্রডশীটে জবাব প্রদান করা হয়েছে। এর বিপরীতে নিষ্পত্তির কোন জবাব এখনও পাওয়া যায়নি। সেক্ষেত্রে আলোচ্য প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করে আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে বিজিবি' কে অনুরোধ করা যায়।

২৪. পিআইসি সভা:

অর্থবছর	ডিপিপি অনুযায়ী সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভা	মন্তব্য
২০১৭-২০১৮	২টি		ডিপিপি অনুসারে প্রতি তিন মাস অন্তর সভা করার নির্দেশনা রয়েছে। সেমতে মোট ১২টি সভা করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও অনুষ্ঠিত সভার বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
২০১৮-২০১৯	৪টি	-	
২০১৯-২০২০	৪টি	-	
২০২০-২০২১	২টি	-	
মোট	১২টি	-	

২৫. স্টিয়ারিং সভা:

অর্থবছর	ডিপিপি অনুযায়ী সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভা	মন্তব্য
২০১৭-২০১৮	২টি	-	ডিপিপি অনুসারে প্রতি তিন মাস অন্তর সভা করার নির্দেশনা রয়েছে। সেমতে মোট ১২টি সভা করার লক্ষ্যমাত্রা
২০১৮-২০১৯	৪টি	-	
২০১৯-২০২০	৪টি	-	

অর্থবছর	ডিপিপি অনুযায়ী সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভা	মন্তব্য
২০২০-২০২১	২টি	-	নির্ধারিত থাকলেও অনুষ্ঠিত সভার বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
মোট	১২টি	-	

২৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জন:

উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
ক। বেসামরিক নাগরিক, মাদক, অস্ত্র ইত্যাদির অবৈধ সীমান্ত পারাপার নিয়ন্ত্রণ করুন।	ক। আন্তর্জাতিক সীমান্ত অপরাধ এবং বেসামরিক নাগরিকদের অনুপ্রবেশ আগের চেয়ে কমেছে।
খ। বিওপি এলাকায় যেকোনো ধরনের অনাকাঙ্খিত ঘটনা এড়াতে হবে।	খ। এখন কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বিওপিগুলো আগের চেয়ে ভালোভাবে সুরক্ষিত। এতে বিওপি এলাকায় যেকোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা রোধে বিজিবি সদস্যদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।
গ। বিওপিতে বিজিবি সদস্যদের নিরাপত্তা, অস্ত্র, গোলাবারুদ, যানবাহন এবং অন্যান্য মূল্যবান সরঞ্জামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	গ। সরকারি সম্পদ, অস্ত্র, গোলাবারুদ, যানবাহন এবং বিওপিগুলোতে সৈনিকদের জীবনের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৭. যানবাহন সম্পর্কিত তথ্য:

যানবাহনের নাম	সংখ্যা	ক্রয়ের তারিখ	পরিবহন পুলে হস্তান্তর হলে তারিখ	পরিবহন পুলে হস্তান্তর না হলে বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
টয়োটা হাইলাক্স ডাবল কেবিন পিকআপ	০১টি	০৪ মে ২০২০	-	সদর বিজি ব্যাটালিয়ন (মহাপরিচালকের সচিবালয়, এমটি পুল)	টিওন্ডইভুক্ত করা হয়েছে।
মোটরসাইকেল	১২টি	-	-	সদর বিজি ব্যাটালিয়ন (মহাপরিচালকের সচিবালয়, এমটি পুল)	টিওন্ডইভুক্ত করা হয়নি।

২৮. রেকর্ড সংরক্ষণ: আলোচ্য প্রকল্পটি জুন ২০২০ সালে সমাপ্ত হয়। সমাপ্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে সংশ্লিষ্ট নথি ও কাগজপত্র চাওয়া হলে বিজিবি'র সংশ্লিষ্ট শাখা হতে জানানো হয় যে, নথি ও কাগজপত্রসমূহ খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টি অনাকাঙ্খিত। পিপিআর ২০০৮ এর বিধান মতে ক্রয়কারী কর্তৃক ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র কমপক্ষে ৫ বছর সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে। সেক্ষেত্রে এখানে তার ব্যত্যয় হয়েছে। প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র প্রদর্শন না করার ফলে মূল্যায়ন কার্যক্রম বাধাগ্রহস্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে রেকর্ডপত্র পিপিআরের বিধান অনুসারে সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশাসনিক সংস্থার দৃষ্টি আর্কষণ করা হল।

২৯. সম্পদ বহি: প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার, যানবাহন ও অন্যান্য দ্রব্যাদির হিসাব সংরক্ষণের জন্য একটি সম্পদ বহি প্রস্তুত করে এক কপি বিজিবিতে ও ১ কপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে জমা করতে হবে।

৩০. **সম্ভাব্যতা সমীক্ষা:** প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে কোন সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। প্রকল্পটি ২০১৭ সালে আরম্ভ হয়। উক্ত সময়ে প্রতিপালনযোগ্য পরিকল্পনা বিভাগের অক্টোবর ২০১৬ সময়ে জারিকৃত পরিপত্রের ৪ এর ৪.১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, ২৫ কোটি টাকার উর্দ্ধে প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পন্ন সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আব্যশিকভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই করতে হবে। কিন্তু এই প্রকল্পটি গ্রহণের সময় উক্ত বিধির বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান। এদিকে বর্তমানে পরিকল্পনা বিভাগের জুন ২০২২ তারিখে জারিকৃত পরিপত্রের ১.১.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয়ের সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ ও পেশাদারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক আবশ্যকিভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। ভবিষ্যতে প্রকল্পে গ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখিত নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরন করার জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

৩১. **টিওএন্ডইভুক্ত করণ:**প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ডাবল কেবিন পিকআপ টিওএন্ডইভুক্তকরণ করা হয়েছে। কিন্তু ১২টি মোটরসাইকেল এখনও টিওএন্ডইভুক্ত করা হয়নি মর্মে জানানো হয়। টিওএন্ডইভুক্ত করার ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে মর্মে অবহিত করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে দ্রুত টিওএন্ডইভুক্ত করে আইএমই বিভাগ অবহিত করতে হবে।

৩২. প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্র:

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>মরিচ্যা বিওপি কক্সবাজার</td><td>পালংখালী বিওপি কক্সবাজার</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ঠ্যাংঝাড়া কোং বিওপি রংপুর</td><td>জলপাইতলী বিওপি দিনাজপুর</td></tr>
</table>

	
মহোনপুর বিওপি দিনাজপুর	আমতলী বিওপি দিনাজপুর

৩৩. **সুপারিশ/ম**তামত:

১। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রক্কলিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে যা সুদৃষ্টান্তজনক। প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়নের ফলে উদ্দেশ্য পুরোপুরি পূরণ হয়েছে।

২। আর্থিক শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে অডিট করানোর একান্ত প্রয়োজন। এই প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অডিট করা হয়েছে এবং ২টি আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং ব্রডশীটে এর জবাব প্রদান করা হয়েছে। তবে এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। অডিট বিভাগের সাথে যোগাযোগপূর্বক অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

৩। প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে কোন সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। প্রকল্পটি ২০১৭ সালে আরম্ভ হয়। উক্ত সময়ে পরিকল্পনা বিভাগের অক্টোবর ২০১৬ সময়ে জারিকৃত পরিপত্রের ৪ এর ৪.১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, ২৫ কোটি টাকার উর্দ্ধে প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পন্ন সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আব্যশিকভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই করতে হবে। কিন্তু এই প্রকল্পটি গ্রহণের সময় উক্ত বিধির বিষয়টি উপেক্ষিত হয়ে মর্মে প্রতীয়মান। বর্তমানে পরিকল্পনা বিভাগের জুন ২০২২ তারিখে জারিকৃত পরিপত্রের ১.১.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয়ের সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ ও পেশাদারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক আবশ্যকিভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।

৪। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত অফিস সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ও যানবাহনসমূহের গায়ে প্রকল্পের নাম খচিত করে একটি সম্পদ বহি সংরক্ষণ করতে হবে এবং এর এক কপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পেরণ করা প্রয়োজন।

৫। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ডাবল কেবিন পিকআপ টিওএন্ডইভুক্তকরণ করা হয়েছে। কিন্তু ১২টি মোটরসাইকেল এখনও টিওএন্ডইভুক্ত করা হয়নি । এই ১২টি মোটরসাইকেল দ্রুত টিওন্ডইভুক্তকরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

৬। প্রকল্পটি জুন/২০২০ সময়ে সমাপ্ত হলেও পিসিআরটি জানুয়ারী/২০২৪ সময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আর্থৎ দীর্ঘ ৩ বছর ৭ মাস পর পিসিআরটি প্রেরণ করা হয়েছে যা অনাকাঙ্খিত। ভবিষ্যতে প্রকল্প সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমই বিভাগে প্রেরণ করার বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

৯টি পুলিশ সুপার অফিস ভবন নির্মাণ (সিআইডি ও পিবিআই অফিসসহ) শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১৯)

১.	প্রকল্পের নাম	:	৯টি পুলিশ সুপার অফিস ভবন নির্মাণ (সিআইডি ও পিবিআই অফিসসহ)
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পুলিশ
৪.	প্রকল্পের ধরন	:	বিনিয়োগ
৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	জিওবি

৬। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকালঃ

(লক্ষ টাকায়)

ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত						
মোট জিওবি	মোট জিওবি		মূল	সংশোধিত			
৭৪৭৩.৬৪ ৭৪৭৩.৬৪	৭৪৭৩.৬৪ ৭৪৭৩.৬৪	৭৩০৯.২৯	জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০১৮	জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	-	৬০%

৭। **প্রকল্প এলাকাঃ**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	অফিসের নাম
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	সদর	ময়মনসিংহ এসপি অফিস, সিআইডি ডিভিশন
চট্রগ্রাম	চট্রগ্রাম	সদর	চট্রগ্রাম এসপি অফিস, সিআইডি ডিভিশন
খুলনা	যশোর	সদর	যশোর এসপি অফিস, সিআইডি ডিভিশন
	বাগেরহাট	সদর	বাগেরহাট এসপি অফিস, সিআইডি ডিভিশন
	কুষ্টিয়া	সদর	কুষ্টিয়া এসপি অফিস, সিআইডি ডিভিশন
	খুলনা	সদর	খুলনা এসপি অফিস, সিআইডি ডিভিশন
বরিশাল	বরিশাল	সদর	বরিশাল এসপি অফিস, সিআইডি ডিভিশন
রংপুর	রংপুর	সদর	রংপুর এসপি অফিস, সিআইডি ডিভিশন
	দিনাজপুর	সদর	দিনাজপুর এসপি অফিস, সিআইডি ডিভিশন

৮। **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

৭৪৭৩.৬৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০১৭৬৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০৮/০৩/২০১৬ তারিখের একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরিবর্তিতে পর পর দুইবার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করে প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৯। **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ**

৯টি বৃহত্তর জেলায় অবস্থিত ৯টি পুলিশ সুপারের অফিসগুলো অত্যন্ত পুরাতন ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এ অফিসগুলোতে অনেক সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাসহ পুলিশের আরো অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীগন কাজ করছেন। ভবনগুলোতে তাদের চাহিদা পূরণ হচ্ছিল না। তাই পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কর্ম পরিবেশ উন্নত করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

উন্নত অবকাঠামো সুবিধা ও অনুকূল কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধন করা।

১১। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** অফিস ভবন , সীমানা প্রাচীর, কম্পাউন্ড ড্রেন এবং গেইট নির্মাণ।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য** :

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্বের প্রকৃতি	মেয়াদকাল
গাজী মোঃ মোজাম্মেল হক, বিপিএম ও অতিরিক্ত ডিআইজি	নিয়মিত	০৮/০৩/২০১৬ হতে ২১/০২/২০১৭
ড. মোঃ মন্জুরে আলম প্রামাণিক, এআইজি	নিয়মিত	২২/০২/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৯

১৩। **প্রকল্পের অংগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:**

অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(ক) রাজস্ব :					
ডিপিপি মুদ্রণ ও বাঁধাই এবং অবকাঠামো ও স্থাপত্য নকশা	থোক	৯.৪০	থোক	৯.১০	থোক
স্টেশনারী	থোক	৮.০০	থোক	৭.৯৯	থোক
বিজ্ঞাপন	কাজ	৮.০০	৯	৬.৬৫	৯
সম্মানী	থোক	৫.৪০	থোক	৫.৩৯	থোক
মাটি পরীক্ষা এবং ডিজিটাল সার্ভে	কাজ	১১.৭০	৯	৮.৬৩	৯
হায়ারিং চার্জ	সংখ্যা	৩২.৪০	১	৩২.৩৮	১
উপ-মোট রাজস্ব	-	৭৪.৯০	-	৭০.১৪	-
(খ) মূলধন:					
অফিস ভবন নির্মাণ	ব.মি	৬৯৬৪.৩৩	২৩১৯৩.৯৮	৭২৩৫.৪০	২৩১৯৩.৯৮
বহিঃপানি সরবরাহ	কাজ	১৩০.৯৫	৯		৯
বহিঃবিদ্যুৎ সংযোগ	কাজ	৭৮.০৩	৯		৯
গ্যাস সংযোগ	কাজ	১১.৫৯	৯		৯
গেটসহ সীমানা প্রাচীর	কাজ	১৪৭.৮৮	৯		৯
অভ্যন্তরীন রাস্তা	কাজ	৭৫.৯৫	৯		৯
সার্ফেস ড্রেন	কাজ	৯.০০	৯		৯
ভূমি উন্নয়ন	ঘনমি.	২.০০	১০৫৮.২০		১০৫৮.২০
কম্পিউটার ও অন্যান্য এক্সেসরিজ	সংখ্যা	৩.৭৫	৬	৩.৭৪	৬
উপ-মোট মূলধন		৭৪২৩.৪৮	-	৭২৩৯.১৪	-
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		৭৩.২৭	-	-	-
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		৭৩.২৭	-	-	-
সর্বমোট (রাজস্ব খাত+মূলধন খাত)=		৭৪৭৩.৬৪	-	৭৩০৯.২৯	-

১৪। **সংশোধিত এডিপি আর্থিক সংস্থান, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অর্থ ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)**

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	অর্থ ব্যয়
২০১৫-২০১৬	১.০০	১.০০
২০১৬-২০১৭	১০০০.০০	৯৯৯.৫৭
২০১৭-২০১৮	৩৮০০.০০	৩৭৯৯.৪৫
২০১৮-২০১৯	১৬৯৮.৫০	১৬৪০.৭৮
২০১৯-২০২০	৮৮৫.০০	৮৬৮.৪৯
সর্বমোট	৭৩৮৪.৫০	৭৩০৯.২৯

প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৭৩৮৪.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৭৩০৯.২৯ লক্ষ টাকা।

১৫। প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পটি ৯টি জেলা সদরে বাস্তবায়িত হয়েছে। দৈবচয়নের ভিত্তিতে ২টি প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করা হয়। ১৯/১০/২০২১ তারিখে ময়মনসিংহ এবং ১২/১২/২০২১ তারিখে খুলনা পুলিশ সুপার অফিস পরিদর্শন করা হয়।

ময়মনসিংহঃ

১৯/১০/২০২১ তারিখে ময়মনসিংহ সদরে নির্মিত প্রকল্প সাইট সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপবিভাগীয় প্রকৌশলী ও এসপি অফিসের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উপস্থিত ছিলেন।

১৫.১.১ প্রকল্পের আওতায় ছয় তলা ভিতে তিন তলা ভবন, সীমানা প্রাচীর, কম্পাউন্ড ড্রেন ও গেইট নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনের প্রতিটি ফ্লোর পরিদর্শন করা হয়। নীচ তলায় অভ্যর্থনা কক্ষ রয়েছে, ২য় তলায় পুলিশ সুপার ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস অফিস কক্ষ, ৩য় তলায় হাজত খানা সহ বিভিন্ন কক্ষ রয়েছে।

১৫.১.২ ভবনটি ব্যবহারকারীদের হতে জানা যায় যে, বৃষ্টি হলে পুলিশ সুপারের কক্ষে পানি প্রবেশ করে। ২য় তলার বিভিন্ন দেয়ালে ড্যাম্প পরিলক্ষিত হয়েছে। কয়েকটি দেয়ালে হেয়ার ক্র্যাক দেখা গেছে। দরজার প্লাঙ্কগুলোতে ফাঁকা হয়ে গেছে, ঘুন ধরেছে, পুডিং উঠে গেছে, দরজা ও দেয়ালের সংযোগস্থলের প্লাস্টার উঠে গেছে।

১৫.১.৩ ৩য় তলায় ক্রাইম সেকশন রুমের উত্তর পাশের পুরো দেয়ালে বেশ বড় ধরণের ড্যাম্প দেখা যায়। ৩য় তলার প্রায় প্রতিটি রুমের উত্তর পাশের দেয়ালে ড্যাম্প ও দেয়াল বরাবর আড়াআড়ি হেয়ার ক্র্যাক দেখা যায়। এ ধরণের ড্যাম্প এবং দেয়ালের ক্র্যাক নির্মাণ কাজের গুণগত মানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

১৫.১.৪ নীচতলায় ডে কেয়ারের জন্য নির্ধারিত কক্ষটি নারী ও শিশু সহায়তা সেল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেখানে ডে কেয়ারের কোন সুযোগ সুবিধা তৈরী করা হয়নি এবং সেখানে কোন শিশু নেই।

১৫.১.৫ প্রকল্পটি জুন ২০১৯ সালে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে এসপি অফিস ভবনটি হস্তান্তর বুঝে নেয়নি।

খুলনাঃ

১২/১২/২০২১ তারিখে খুলনা সদরে অবস্থিত প্রকল্প সাইট সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপবিভাগীয় প্রকৌশলী ও এসপি অফিসের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উপস্থিত ছিলেন।

১৫.২.১ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ছয় তলা ভিতে তিন তলা ভবন, আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার, পাম্প হাউজ ও ইন্টারনাল রোড নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি ফ্লোর পরিদর্শন করা হয়। ২য় তলায় পুলিশ সুপার ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস কক্ষ, ৩য় তলায় হাজত খানাসহ বিভিন্ন কক্ষ, নীচতলায় অভ্যর্থনা কক্ষ পরিদর্শন করা হয়। ডিপিপি মোতাবেক নীচতলায় একটি ডে কেয়ারের প্রভিশন থাকলেও বাস্তবে তা পরিলক্ষিত হয়নি।

১৫.২.২ ৩য় তলায় একটি রুমের দরজার চৌকাঠের জয়েন্টে প্লাস্টার খসে গিয়েছে। সিঁড়িতে হেয়ার ক্র্যাক দেখা গেছে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজের মান আপাতদৃষ্টিতে ভালো মনে হয়েছে। দরজার কাঠগুলো ভালো মনে হয়েছে।

১৬। প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ

১৬.১ প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত মোট ৫টি অর্থবছরের অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত অডিট সম্পন্ন হয়েছে। রংপুর, দিনাজপুর , ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, বরিশাল ও বাগেরহাটে কোন অডিট আপত্তি নেই। তবে উক্ত ৫টি অর্থবছরের মধ্যে যশোরে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ইন্টারনাল অডিটে ২টি, খুলনাতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ইন্টারনাল ও এক্সটার্নাল

অডিটে ১টি করে আপত্তি এবং কুষ্টিয়ায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ইন্টারনাল অডিটে ১টি অডিট আপত্তি রয়েছে। সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরুপঃ

প্রকল্প এলাকা	অর্থবছর	অডিটের ধরণ	জড়িত অর্থের পরিমাণসহ অডিট প্রতিবেদনে উল্লিখিত আপত্তিসমূহের বিবরণ
যশোর	২০১৭-২০১৮	ইন্টারনাল	১. সরকার নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় সরকার রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত। জড়িত টাকা: ৪৫৫,১৩৩/- ২. দাবী বিহীন নিরাপত্তা জামানতের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত। জড়িত টাকা: ৪,৩৪,২৪২/-
খুলনা	২০১৭-২০১৮	ইন্টারনাল	টাকা=২,০২,২১,০৩৪/-, অনুঃ ০৪ খুলনা জেলায় পুলিশ সুপারের অফিস ভবন নির্মাণে সিভিল ও স্যানিটারি কাজে পার্ট রেটে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ। অর্থাৎ কাজ না করিয়া বিল পরিশোধ।
		এক্সটার্নাল	টাকা=১,১০,৯৪,৫৪৫/-, অনুঃ ১৫ এর পরিশিষ্টের ক্রমিক নং-৮ এ ঠিকাদারকে আনুকূল্য প্রদর্শনপূর্বক বছরের শেষ মাসে প্রাপ্ত বরাদ্দ নিঃশেষ করার উদ্দেশ্যে অনিয়মিতভাবে হস্ত রশিদের মাধ্যমে পরিশোধ।
কুষ্টিয়া	২০১৮-২০১৯	ইন্টারনাল	আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ব্যয়। জড়িত টাকা: ১১,২১,৪০৪/-

১৬.২ আইএমইডি'র ২১.০০.০০০০.৪৮৬.১৪.১২২.১৮-৩৮৭ ও ২১.০০.০০০০.৪৮৬.১৪.১২২.১৮-১৩৩ স্মারক এবং ১৩/০৩/২০২২ ও ১৩/০৪/২০২২ তারিখে উল্লিখিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য প্রেরণের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ এবং যশোর গণপূর্ত বিভাগ, খুলনা গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগে অনুরোধ জানানো ও পরবর্তীতে তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৭.০ আইএমইডি'র মতামতঃ

১৭.১ ময়মনসিংহ পুলিশ সুপার এর অফিস কক্ষে বৃষ্টির পানি প্রবেশের বিষয়টি গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট দপ্তর পরীক্ষা করে আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৭.২ ময়মনসিংহ পুলিশ সুপার অফিস ভবনের বিভিন্ন কক্ষে আড়আড়িভাবে পুরো দেয়াল বিস্তৃত ক্র্যাক, দেয়ালে ড্যাম্প, দরজার ফাটল ইত্যাদি বিষয় খতিয়ে দেখে দায়দায়িত্ব নিরুপন করে জননিরাপত্তা বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;

১৭.৩ ১৭.১ ও ১৭.২ এ বর্ণিত বিষয়ে আশু ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ভবনটির হস্তান্তর সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৪ খুলনা পুলিশ সুপার অফিস ভবনের সিঁড়ির দেয়ালে হেয়ার ক্র্যাক মেরামতের বিষয়ে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৫ অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক ময়মনসিংহ এবং খুলনা এসপি অফিসের ডে কেয়ার এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

১৭.৬ প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৫টি অর্থবছরের মধ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ব্যয়কৃত অর্থের ইন্টারনাল অডিটে যশোরে ৪৫৫,১৩৩/- ও ৪,৩৪,২৪২/- টাকা, খুলনায় ২,০২,২১,০৩৪/- টাকা এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কুষ্টিয়ায় ১১,২১,৪০৪/- টাকার এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এক্সটারনাল অডিটে খুলনায় ১,১০,৯৪,৫৪৫/- টাকার আপত্তি নিষ্পত্তির প্রমাণক প্রতিবেদন প্রাপ্তির ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৭ অনুচ্ছেদ ১৭.১ হতে ১৭. এ উল্লিখিত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা প্রতিবেদন জারির ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অবকাঠামো পরিসর বর্ধিতকরণ (১ম সংশোধিত) **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর ২০১৯)

(ক) প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

০১. প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অবকাঠামো পরিসর বর্ধিতকরণ (১ম সংশোধিত)
০২. উদ্যোগী বিভাগ/মন্ত্রণালয় : জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
০৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর
০৪. প্রকল্পের ধরণ : বিনিয়োগ
০৫. প্রকল্পের অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার

০৬. প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল :

(লক্ষ টাকায়)

ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
২১৭৮.৮৯	২৪৯৩.০৬	২৪২৮.০১	জানুয়ারি ২০১৬-জুন ২০১৮	জানুয়ারি ২০১৬- ডিসেম্বর ২০১৯	জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৯	২৪৯.১২ লক্ষ টাকা (১১.৪৩%	১৮ মাস বৃদ্ধি (৬০%)

০৭. প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	কোস্টগার্ড জোন
ঢাকা	ঢাকা	কোস্টগার্ড ঢাকা জোন, আগারগাঁও, ঢাকা
বরিশাল	ভোলা	কোস্টগার্ড দক্ষিণ জোন, সদর উপজেলা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোস্টগার্ড পূর্ব জোন, পতেংগা, চট্টগ্রাম

০৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ঢাকায় অবস্থিত কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের অফিসের স্থান প্রসারিতকরণ;
- ভোলায় অবস্থিত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অফিসারদের জন্য মেস নির্মাণ; এবং
- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অফসোর পেট্রোল জাহাজ (ওপিভি) বার্থিং সুবিধার জন্য ফিজিক্যাল অবকাঠামো নির্মাণ।

০৯. প্রকল্প পরিচালক:

নাম,পদবী ও মূল দপ্তর	দায়িত্বের প্রকৃতি	দায়িত্বকাল
লে. কমান্ডার এম ইমরান হোসেন খান, (L), BN	খন্ডকালীন	২১-৮-২০১৬ হতে ৩-৯-২০১৭
লে. কমান্ডার এ রহিম আল-আমিন, (E),PCGMS, BN	খন্ডকালীন	৪-৯-২০১৭ হতে ১৫-৩-২০১৮
জনাব মোস্তফা তারিক হায়দার(E), BN	খন্ডকালীন	১৬-৩-২০১৮ হতে প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত।

১০. প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট:

- চট্টগ্রাম ১৫ নং ঘাট সংলগ্ন কোস্ট গার্ড বার্থ পতেংগায় পূর্ত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (সীমানা প্রাচীর, রিটেইনিং ওয়াল, আরসিসি জেটি, সাব স্টেশন, গার্ড রুম)
- ঢাকায় অবস্থিত কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের বিদ্যমান ভবনের পঞ্চম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;এবং ভোলাতে একটি অফিসার মেস নির্মাণ।

১১. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ডিসেম্বর ১৯৯৫ সাল হতে কার্যক্রম শুরু করে। একটি মেরিটাইম এজেন্সি এবং প্যারা মিলিটারি ফোর্স হিসেবে কোস্ট গার্ড বাংলাদেশের উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ জলসীমা সুরক্ষা এবং উপকূলীয় এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা, আহরণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহারসহ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের অর্থনীতি অনেকাংশে সমুদ্র বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল। সমুদ্র অর্থনীতি যা Blue economy নামে সমধিক পরিচিত যার মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদী লাগসই উন্নয়ন সম্ভব। সমুদ্র এবং মহাসমুদ্র হচ্ছে Blue economy এর ক্ষেত্র; অপরদিকে প্রযুক্তি ও জ্ঞান হলো সমুদ্র সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার হাতিয়ার। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নিয়ে ডিসপুট অবসানের মাধ্যমে দেশের মোট আয়তনের ৮০ শতাংশের বেশী জলসীমা অর্থাৎ ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা দেশের সাথে যুক্ত হওয়ায় এক নতুন দিগন্ত উম্মোচিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার কোস্ট গার্ডকে শক্তিশালী করার জন্য স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা ভিশন ২০৩০ নামে পরিচিত। এরই অংশ হিসেবে কোস্ট গার্ড বার্থ পতেংগায় পূর্ত অবকাঠামো নির্মাণ, ঢাকায় কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও ভোলাতে একটি অফিসার মেস নির্মাণ তথা কোস্ট গার্ডের অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে "বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অবকাঠামো পরিসর বর্ধিতকরণ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

১২. প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

মূল প্রকল্প ২১৭৮.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৬- জুন ২০১৮ মেয়াদের বাস্তবায়নের জন্য ১২ জুন ২০১৬ তারিখ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৯ জুন ২০১৬ তারিখ প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।

কোস্ট গার্ড বার্থ পতেংগায় মাটির প্রকৃতি বিবেচনা ও মজবুত রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করার জন্য নকশার পরিবর্তন ও পাইলিং প্রয়োজন হওয়ায় রিটেইনিং ওয়াল কাজে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। তবে কোস্ট গার্ড পতেংগা এলাকার প্রকল্পের অন্যান্য অবকাঠামো যেমন: আরসিসি রোড, সীমানা প্রাচীর, সাবস্টেশন ভবন, গার্ড রুম ও আরসিসি জেটি নির্মাণ খাতে ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় অর্থ সাশ্রয় হয়। আরসিসি রিটেইনিং ওয়ালের বর্ধিত ব্যয় প্রকল্পের অন্যান্য অবকাঠামোর নির্মাণ অংগের সাথে আন্ত:অংগ সমন্বয় করে সংস্থান করা হয়। এ লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি) সভার সুপারিশক্রমে জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ প্রকল্পের আন্ত:ব্যয় সংশোধনের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন জানুয়ারি ২০১৬ হতে শুরুর জন্য নির্ধারিত থাকলেও প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদনের আদেশ জারি হওয়ার পর মূলত: জুলাই ২০১৬ হতে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ভূমি জরিপ, মৃত্তিকা পরীক্ষা ও প্রাক্কলন করে দরপত্র আহবান করতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়। এছাড়া কোস্ট গার্ড বার্থ পতেংগা এলাকায় আরসিসি রিটেইনিং ওয়ালের কাঠামোগত নকশা পুন: প্রণয়ন ও পুন:প্রাক্কলন প্রস্তুত করে ব্যয় নির্বাহের জন্য আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন গতি মন্থর থাকে। এ সকল কারণে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ২৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়।

মূল ডিপিপি মোতাবেক ভোলাতে ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা অফিসার মেসে ১৬ জন অফিসারের আবাসানের সংস্থান রয়েছে। কিন্তু টিওএন্ডই অনুযায়ী ২৩ জন অফিসারের আবাসন সুবিধার জন্য ৫ তলা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা

দেখা যায়। এছাড়া কোস্ট গার্ডের সদর দপ্তরে আধুনিক ও যুগোপযোগী ওয়েটিং রুমসহ পূর্ত কাজ, ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল, আইটি ও টেলিকমিউনিকেশন, অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়। এ সকল কারণে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ১২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধন করা হয়।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

১৩. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন:

প্রকল্পের অংগওয়ারী বাস্তবায়ন নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	রাজস্ব অংগ				
১.	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	৮.৫০	থোক	৮.২৯১৩
২.	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প	থোক	১০.৬০	থোক	১০.২০
৩.	বিজ্ঞাপন	থোক	৩.০০	থোক	২.৭৫
৪.	সম্মানী	থোক	৭.৫০	থোক	৬.১৬
৫.	মাটি পরীক্ষা	থোক	১.৯০	থোক	১.৮৯
	মোট রাজস্ব		৩১.৫০		২৯.২৯১৩
	মূলধন অংগ				
৬.	অফিস সরঞ্জামাদি	০৯টি	৫.৯৩	০৯টি	৪.৮৮৪
৭.	আসবাবপত্র	১২৮টি	১৭.৩৩	১২৮টি	১৫.৯৫৬
৮.	প্রশাসনিক ভবন	২৯৫৪ বর্গমিটার	১০০৫.৫৩	২৯৫৪ বর্গমিটার	৯৭১.২৮৫
৯.	অফিসার্স মেস (ভোলা)	২৪৪৬.০২ বর্গমিটার	১০৫৪.০২	২৪৪৬.০২ বর্গমিটার	১০৪৭.৯৭৩
১০.	অন্যান্য অবকাঠামো (পতেংগা)				
	সীমানা প্রাচীর	১৪৯.৬৫ রানিং মিটার	৩২.৫৩	১৪৯.৬৫ রানিং মিটার	৩২.৪৩
	আরসিসি রোড	৬৯৭.৫১ বর্গ মিটার	২৫.৮২	৬৯৭.৫১ বর্গ মিটার	২৫.৮২
	আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল	২৪৫.০৫ রানিং মিটার	২৯০.৯০	২৪৫.০৫ রানিং মিটার	২৯০.৮৮
	সাব স্টেশন	০১টি	৪.৫০	০১টি	৯.৫০
	গার্ড রুম	০১টি	২.৫০	০১টি	
	আরসিসি জেটি	০১টি	২.৫০	০১টি	
	মোট মূলধন		২৪৪১.৫৬		২৩৯৮.৭২৮
	মোট(রাজস্ব+মূলধন)		২৪৭৩.০৬		২৪২৮.০১৯৩
১১.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		১০.০০		-
১২.	প্রাইস কন্টিনজেন্সি		১০.০০		-
	সর্বমোট		২৪৯৩.০৬		২৪২৮.০১৯৩

তথ্য সূত্র: পিসিআর

১৪. বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অর্থ ব্যয়:

প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৫৯৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ২৪২৮.০১ লক্ষ টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৯৫.৬২% এবং প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৭.৩৯%।

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল ডিপিপিতে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	এডিপি/আরএডিপিতে বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়
২০১৫-১৬	১০০.০৩	-			
২০১৬-১৭	১৫০৭.৭৮	-	৯৫০.০০	৯৫০.০০	৮৮১.৪৪
২০১৭-১৮	৫৭১.০৮	১৬৩৯.৪৪	৭৫৮.০০	৭৫৮.০০	৭৫৮.০০
২০১৮-১৯	-	৭৯৬.৮৬	৭৩০.০০	৭৩০.০০	৬৯৪.১০৩
২০১৯-২০	-	৫৬.৭৭	১০১.০০	১০১.০০	৯৪.৪৭৬৩
সর্বমোট	২৪৯৩.০৬	২৪৯৩.০৬	২৫৩৯.০০	২৫৩৯.০০	২৪২৮.০১৯৩

তথ্য সূত্র: পিসিআর

১৫. প্রকিওরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি (লক্ষ টাকায়):

প্যাকেজের বর্ণনা	ডিপিপিতে প্রাক্কলিত মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সম্পন্নের তারিখ	প্রকৃতপক্ষে কাজ সম্পন্নের তারিখ	ব্যয়
পতেংগায় কোস্ট গার্ড বার্থ এলাকায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৩২.৫৩	২৯-৩-১৭	১৬-৫-১৭ (৩২.৪৩)	২০-৩-১৮	৩০-৬-১৯	৩২.৪৩
পতেংগায় কোস্ট গার্ড বার্থ এলাকায় আরসিসি রাস্তা নির্মাণ	২৫.৮২	২৯-৩-১৭	১৫-৫-১৭ (২৫.৮৫)	২১-৯-১৭	৩০-৬-১৯	২৫.৮২
পতেংগায় কোস্ট গার্ড বার্থ এলাকায় রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২৯২.৯০	৯-১১-১৭	২৫-১-১৮ (২৯০.৯০)	২০-৯-১৮	৩০-৬-১৯	২৯০.৮৭
পতেংগায় কোস্ট গার্ড বার্থ এলাকায় সাব স্টেশন, গার্ড কক্ষ, আরসিসি জেটি, আরসিসি জেটি মেরামত/সম্প্রসারণ এবং আরসিসি রিটেইনিং ওয়ালের সংযোগস্থালে অবশিষ্ট সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৯.৫০	২২-৩-১৮	২১-৫-১৮ (৯.৫০)	৭-৬-১৮	৩০-৬-১৯	৯.৫০
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর সদর দপ্তরে প্রশাসনিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	১০০৫.৫৩	৬-৯-১৬	১৩-২-১৭ (৯৭১.২৮৫)	১১-৮-১৭	৩০-৬-১৯	৯৭১.২৮৫
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর ভোলা স্টেশনে কর্মকর্তাদের জন্য নির্মাণাধীন ৪র্থ তলা মেসের উপর ৫ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	১০৫৪.০২	১০-১১-১৬	১৪-০২-১৭ (১০৪৭.৯৭৩)	১৩-৮-১৮	৩১-১২-১৯	১০৪৭.৯৭৩

সূত্র: পিসিআর ও গণপূর্ত বিভাগ

গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য পর্যবেক্ষণ:

১৬। ২৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখ চট্টগ্রামের পতেংগায় কোস্ট গার্ড পূর্ব জোন, ২৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখ কোস্টগার্ড ঢাকা জোন (সদর দপ্তর), আগারগাঁও, ঢাকা এবং ২৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন, ভোলা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী এবং কোস্ট গার্ডের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের পর্যক্ষেণসমূহ নিম্নরূপ:

১৬.১ ইটালী থেকে আনীত অফসোর পেট্রোল ভেসেলের বার্থিং সুবিধার লক্ষ্যে কোস্ট গার্ড পতেংগা আউটপোস্টের নিকট ১৫ নং ঘাটে কোস্ট গার্ড বার্থ এলাকায় আরসিসি জেটি, আরসিসি জেটি মেরামত/সম্প্রসারণ এবং আরসিসি রিটেইনিং ওয়ালের সংযোগস্থলে অবশিষ্ট সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, সাব স্টেশন ও গার্ড কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। অবকাঠামোসমূহ ব্যবহার করা হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে এগুলো ভালো অবস্থায় পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য কাজ যেমন: নির্মিত আরসিসি রাস্তার খোয়া উঠে গেছে ও রড বের হয়ে এসেছে। পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের রিটেইনিং ওয়াল সংলগ্ন মাটি ডেবে গেছে। প্রকল্পের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এক্সটারনাল অডিটে (মহা হিসাব নিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক) সীমানা প্রাচীরের কাজে কলাম সেকশনে টাই-স্পেসিং, গ্রেড বীমে এবং কলামে কম মি.মি. রড ব্যবহার এবং নন-ব্রান্ড রড ব্যবহার করায় অডিট আপত্তি উথাপন করা হয়েছে (জড়িত অর্থের পরিমাণ ২০.৭৪ লক্ষ টাকা। গণপুর্ত বিভাগ হতে জবাব প্রদান করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়।

১৬.২ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের ৪র্থ ও ৫ম তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার এবং লিফট মেশিন রুমের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজ, স্পেশাল ফিটিংস্ এবং ফিক্সচার, সাধারণ এবং জরুরি এমবিডি, এসডিবি, ডিবি, কন্ট্রোল প্যানেল, কম্পাউন্ড লাইট, সিকিউরিটি লাইট, বাগানের লাইট, আর্থিং এবং বজ্র নিরোধক ব্যবস্থা, অগ্নি প্রতিরোধক, চিহ্নিতকরণ, সতর্কীকরণ ও হাইড্রেন্ট ব্যবস্থা, ডিজিটাল কনফারেন্স সিস্টেম, স্প্লিট টাইপ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন এবং অভ্যন্তরীণ সাজ সজ্জা, ০২টি প্যাসেঞ্জার লিফট, টেলিফোন ও পিএবিএক্স এবং সিস্টেম কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা করা হয়েছে। সার্বিক কাজ অবস্থা আপাতদৃষ্টিতে সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে সিঁড়ির বিভিন্ন স্থানে মার্বেল টাইলস কাটা দেখা যায়, ছাদে পানি জমে বিভিন্ন স্থানে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পে ইন্টারনাল অডিটে কোন আপত্তি উথাপিত হয়নি এবং এক্সটারনাল অডিটের আপত্তিসমূহ সুরাহা করা হয়েছে মর্মে কোস্টগার্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

১৬.৩ ভোলার ৫ তলা ভিতবিশিষ্ট ৫ তলা অফিসার্স মেস নির্মাণ করা হয়েছে। ২৪ জনের আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। পরিদর্শনের সময় ১৩ জন অফিসার ছিলেন। ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক এ সাইট পরিদর্শন করা হয়েছিল। ত্রুটিযুক্ত কাঠ, বৈদ্যুতিক সুইস, damp ও cracks মেরামত/প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তবে নতুন করে দোতলার ডাইনিং রুমে ড্যাম্প লক্ষ্য করা গেছে।

১৭. প্রকল্প পরিদর্শনকালে গৃহীত চিত্র:



ভোলাতে নির্মিত অফিসার মেস



কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের একাংশ

	
কোস্টগার্ড পতেংগায় নির্মিত আরসিসি রাস্তার দুরবস্থা	কোস্টগার্ড পতেংগায় নির্মিত জেটি

১৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
চট্টগ্রাম ১৫ নং ঘাট সংলগ্ন কোস্ট গার্ড বার্থ পতেংগায় পূর্ত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (সীমানা প্রাচীর, রিটেইনিং ওয়াল, আরসিসি জেটি, সাব স্টেশন, গার্ড রুম) করা।	কোস্ট গার্ড বার্থ পতেংগায় অফসোর পেট্রোল ভেসেলের বার্থিং সুবিধাদি সৃষ্টি হয়েছে।
ঢাকায় অবস্থিত কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের বিদ্যমান ভবনের সম্প্রসারণ করা।	ঢাকায় অবস্থিত কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের বিদ্যমান ভবনের সম্প্রসারণের ফলে অফিস স্পেস বৃদ্ধি পেয়েছে।
ভোলাতে একটি অফিসার মেস নির্মাণ করা।	কোস্টগার্ড অফিসারদের আবাসনের ব্যবস্থা হয়েছে।

১৯। <u>সার্বিক পর্যবেক্ষণ:</u>

১৯.১ আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কোস্ট গার্ডের অফসোর পেট্রোল ভেসেলের বার্থিং সুবিধাদি সৃষ্টি, সদর দপ্তরের আধুনিক সুবিধাদি সংবলিত সম্প্রসারণ এবং ভোলাতে অফিসার মেস নির্মাণ করার ফলে সার্বিকভাবে কোস্ট গার্ডের অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে মর্মে আশা করা যায়।

১৯.২ প্রকল্পের বাস্তবায়নে মূল প্রকল্প ব্যয় অপেক্ষা ১১.৪৩% অধিক অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং ১৮ মাস (৬০%) বেশী সময় লেগেছে। মূল প্রকল্প প্রণয়ণের সময় বিস্তারিত সার্ভে ও প্রকৃত need assessment করা হয়নি। বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার দুই বছর পর বিভিন্ন সাইটে ভৌত অবকাঠামোর পরিমাণ বৃদ্ধি, নতুন অংগের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। এর ফলে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং পূর্ত কাজের বর্ধিত পিডব্লিউডি রেট সিডিউলের কারণে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়েছে।

১৯.৩ আপাতদৃষ্টিকে সার্বিক কাজের মান ভালো। পতেংগা, ঢাকা ও ভোলা সাইটে কিছু পূর্ত সমস্যা/ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে এ সকল সমস্যা গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক সমাধা করা হয়েছে এবং কোস্ট গার্ড কর্তৃক গৃহিত হয়েছে মর্মে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ০৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখ আইএমইডিকে লিখিতভাবে অবহিত করা হয়েছে।

১৯.৪ প্রকল্পের ঢাকা সাইটে ১৫টি পূর্ত প্যাকেজের দরপত্র ডিপিপি মোতাবেক পৃথকভাবে না করে প্যাকেজসমূহ একত্রিত করে একটি একক দরপত্র করা হয়েছে। এতে ডিপিপি'র ব্যত্যয় ঘটেছে। নির্মাণ কাজে বিলম্ব ঘটেছে। কিন্তু ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি (অনুচ্ছেদ ১৫); এবং

১৯.৫ পতেংগা, চট্টগ্রাম সাইটে প্রকল্পের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি। গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ০৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পুন:জবাব প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ০৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখের পত্রে জানা যায়।

২০. <u>আইএমইডি এর সুপারিশ/মতামত:</u>

২০.১ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো এবং সুবিধাদির যথাযথ অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;

২০.২ কাজে বিলম্ব হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫, ১৯.৪) ;

২০.৩ প্রকল্পের ঢাকা সাইটে ১৫টি পূর্ত প্যাকেজের দরপত্র ডিপিপি মোতাবেক পৃথকভাবে না করে প্যাকেজসমূহ একত্রিত করে একটি একক দরপত্র করার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৯.৪);

২০.৪ প্রকল্পের অডিটে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.১, ১৯.৫);

২০.৫ ভবিষ্যতে প্রকল্পের ব্যয় ও সময় অহেতুক বৃদ্ধি পরিহারের লক্ষ্যে যথাযথভাবে feasibility study ও বাস্তবসম্মতভাবে প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ করে প্রকল্প গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের সচেষ্ট হতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৯.২)

২১। প্রতিবেদনে উল্লিখিত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।